ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের আপত্তি সমূহের জবাব

ডঃ জাকির আবদুল করিম নায়েক

ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের আপত্তি সমূহের জবাব

মূল ঃ ডঃ জাকির আবদুল করিম নায়েক

অনুবাদ ঃ নাবীলা মাকারেমুল ইসলাম

সম্পাদনা ঃ এ, এন, এম, সিরাজুল ইসলাম

বিশ্ব প্রকাশনী
ঢাকা

www.amarboi.org

প্রকাশক
এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

স্বত্ব ঃ অনুবাদিকা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

১ম সংস্করণ ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৬ইং

২য় সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারী-২০০৮

মূল্য ঃ পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান ঃ
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা।

অক্ষর বিণ্যাস ঃ
আইডিয়েল প্রিন্টার্স
৪৫ বাংলাবাজার (কম্পিউটার কমপ্লেক্স)
(৩য় তলা)–ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণে ঃ
আধুনিক প্রেস
২৫. শিরিশ দাস লেন
বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০।

www.amarboi.org

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	অনুবাদিকার কথা	৪
২.	লেখকের ভূমিকা	৫
৩.	পুরুষের জন্য বহু বিবাহের অনুমতি কেন ?	৯
৪.	মেয়েদের বহু বিবাহ নিষিদ্ধ কেন?	১৪
৫.	মহিলাদের জন্য পর্দা কেন?	১৬
৬.	ইসলাম কি তলোয়ারের জোরে প্রচারিত হয়েছে ?	২২
৭.	মুসলমান মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী	২৬
৮.	নিরামিষ ভোজন দরকার	৩০
৯.	ইসলামী পদ্ধতিতে পশু যবেহ নিষ্ঠুরতা	৩৫
১০.	আমিষ জাতীয় খাবার মুসলমানকে হিংস্র করে তোলে	৩৭
১১.	মুসলিম কাবার পূজা করে	৩৯
১২.	অমুসলিমের মক্কায় প্রবেশাধিকার নেই	৪১
১৩.	শূকরের গোশত নিষিদ্ধ কেন ?	৪৩
১৪.	মদ কেন নিষিদ্ধ ?	৪৬
১৫.	নারী পুরুষের স্বাক্ষীর সমতা নেই কেন ?	৫১
১৬.	উত্তরাধিকারে ছেলে–মেয়ের মধ্যে বৈষম্য	৫৫
১৭.	কোরআন কি আল্লাহর বাণী ?	৫৮
১৮.	পরকাল বিশ্বাসের কি প্রয়োজন ?	৫৮
১৯.	এক কোরআনের অনুসারী হওয়া সত্ত্বে ও মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ফেরকা ও মাজহাব কেন ?	৬৫
২০.	সকল ধর্মই সকল মানুষকে সঠিক পথে চলতে শিক্ষা দেয়, তাহলে, কেন শুধু ইসলামের অনুসরণ করতে হবে ?	৬৮
২১.	ইসলাম ও মুসলমানের বাস্তব আমলের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য	৭৪
২২.	অমুসলিমদের কাফের বলা হয় কেন ?	৭৬

www.amarboi.org

অনুবাদিকার কথা

'ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের আপত্তিসমূহের জবাব, বইটি 'Answers to non muslims' common questions about Islam' –এর বাংলা অনুবাদ। বইয়ের লেখক ডাঃ জাকির আবদুল করিম নায়েক একজন চিকিৎসক ও বর্তমান বিশ্বের একজন বড় দা'য়ী। তিনি ভারতের নাগরিক ও মোম্বাই ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ফাউণ্ডেশনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামের দাওয়াত চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ। কোরআন ও বাইবেল সহ হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ সমূহের উপর তার অতুলনীয় দখল, যেন তিনি এগুলোর হাফেজ। ইসলামের প্রচার প্রসারের জন্য তিনি একটি টি.ভি. চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তিনি একজন সেরা বক্তা। কোরআন, হাদীস, বাইবেল ও হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ থেকে কম্পিউটারের মত উপস্থিত উদ্ধৃতি দিতে সক্ষম, তিনি অমুসলিমদের জন্য উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা করেন এবং বিজ্ঞান সম্মত অপ্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তি তর্ক পেশ করেন। তিনি ইসলামের বিধি-নিষেধকে এমন অপ্রতিহত যুক্তি প্রমাণ সহকারে পেশ করেন যা অমুসলিমদেরকে ইসলাম সর্ম্পকে নতুন করে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করে। যেমন, মদের অপকারিতা এমনভাবে তুলে ধরেন যে, ইসলামের এই বিধিটি কোন অমুসলিম সমাজে বাস্তবায়িত হলে, তারাও মুসলমানদের মত সমান ভাবে উপকৃত হবে। মোটকথা, ডাঃ জাকির ইসলামের বিশ্বজনীনতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সক্ষম।

তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ মরহুম আহমদ দীদাত বলে গেছেন, ডাঃ জাকির হলেন, দীদাত Plus। অর্থাৎ দীদাত অপেক্ষা আরো অধিক যোগ্যতার অধিকারী।

আলোচ্য বইতে ডাঃ জাকিরের প্রশ্নোত্তর দ্বারা সেই ধারণা পাওয়া যাবে। তাঁর বইটি অমুসলিমদের চিন্তার মোড় পরিবর্তনে সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

অনুবাদিকা
নাবিলা মাকারেমুল ইসলাম
৩য় বর্ষ ডেন্টাল সার্জারী,
সিটি ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা।

www.amarboi.org

লেখকের ভূমিকা

দাওয়াতে দীন ফরজ ঃ অধিকাংশ মুসলিমই জানে যে, ইসলাম বিশ্বজনীন দ্বীন যা গোটা মানব জাতির উদ্দেশ্যে এসেছে, আল্লাহ্ সোবহানাহু তায়ালা সমগ্র বিশ্বের প্রভু। মুসলমানদেরকে মানবজাতির কাছে তাঁর পয়গাম পৌঁছানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আফসুসের বিষয়, অধিকাংশ মুসলিমই এই মহান ফরজটি পালনের বিষয়ে উদাসীন। অথচ, আমরা ইসলামকে সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করলেও যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি, তাদের কাছে তা পৌঁছানোর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশ করি।

'দাওয়াহ' একটি আরবী শব্দ। এর অর্থ হল, আহ্বান করা বা ডাকা। ইসলামের পরিভাষায় দাওয়াত বলতে বুঝায় ইসলামের প্রচার কার্যে অংশ নেয়া।

পবিত্র কোরআন মজীদ বলছে ঃ

'আহা! তার চেয়ে বেশী অত্যাচারী কে হতে পারে, যে আল্লাহ্ থেকে প্রাপ্ত সত্যকে গোপন করে ? কিন্তু আল্লাহ্ তোমার কর্ম সম্পর্কে বেখবর নন।

–সূরা আল বাকারা-১৪০

২০টি প্রচলিত প্রশ্নাবলী

ইসলামের পয়গাম পৌঁছানোর জন্য আলোচনা এবং বিতর্ক অপরিহার্য। পবিত্র কোরআন বলেছে, আপনার পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন, প্রজ্ঞা, কৌশল উত্তমও উপদেশ সহকারে এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় যুক্তি সহকারে বিতর্ক করুন। –সূরা ১৬ ঃ১২৫

একজন অমুসলিমের কাছে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইসলামের ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরাই যথেষ্ট নয়। অধিকাংশ অমুসলিমের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়ার কারণ হল, তাদের মনে ইসলাম সম্পর্কিত কিছু জিজ্ঞাসা উত্তর বিহীন থেকে যায়।

www.amarboi.org

তারা আপনার সাথে ইসলামের ইতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে সম্মতি জ্ঞাপন করতে পারে। কিন্তু একই সাথে তারা বলবে "হায়! তুমিও সে একই মুসলিম যে একের অধিক স্ত্রীলোককে বিবাহ করতে পার! তুমিও সে একই মানুষ, যে পর্দার আড়ালে মেয়েদেরকে অধীনস্থ করে রাখ, তুমি মৌলবাদী ইত্যাদি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে অমুসলিমদেরকে সামনা সামনি জিজ্ঞেস করাকে প্রাধান্য দেই। ভুল হোক আর শুদ্ধ হোক, উৎস যাই হোক না কেন, ইসলাম সম্পর্কে তাদের সীমিত জ্ঞানটুকু ভুল, আমি তাদেরকে খোলা ও উন্মুক্ত মন নিয়ে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করি এবং ইসলামের ব্যাপারে আমি তাদের সমালোচনা মেনে নিতে প্রস্তুত বলে জানাই।

গত কয়েক বছরের দাওয়াতে দ্বীনের অভিজ্ঞতার আলোকে আমি বুঝতে পেরেছি যে, ইসলামের ব্যাপারে একজন সাধারণ অমুসলিমের ২০টি সাধারণ প্রশ্ন আছে। আপনি একজন অমুসলিমকে জিজ্ঞেস করবেন, "আপনি ইসলামের মধ্যে কোন্ জিনিসকে ত্রুটি মনে করেন?" তিনি তখন পাঁচটি কি ছয়টি প্রশ্ন করবেন যেগুলো স্বভাবতই ২০টি সাধারণ প্রশ্নাবলীর মধ্যে পড়ে।

যুক্তিসম্মত উত্তর অধিকাংশকে আকৃষ্ট করে

ইসলামের ব্যাপারে ২০টি প্রশ্নের উত্তর, কারণ এবং যুক্তির সাথে দিতে হবে। অধিকাংশ অমুসলিম এই উত্তরগুলো দ্বারা আকৃষ্ট হয়। যদি একজন মুসলিম এই উত্তরগুলো স্মরণ রাখে, ইনশাল্লাহ্ সে অমুসলিমদের পুরোপুরি ইসলামের সত্যতার প্রতি আকৃষ্ট করতে না পারলেও ইসলাম সম্পর্কে তাদের ভুল ধারণা দূর করতে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিষয়ে তাদের নেতিবাচক চিন্তাকে নিরপেক্ষ করতে পারবে।

প্রচার মাধ্যমের বিভ্রান্তি ঃ

অধিকাংশ অমুসলিমের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়ে আছে। কারণ তারা অনবরত ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দ্বারা বিভ্রান্ত। আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমগুলো পশ্চিমা দেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেটা আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট চ্যানেল, রেডিও স্টেশন, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন

www.amarboi.org

অথবা বই-ই যাই হোক না কেন। সম্প্রতি ইন্টারনেট সবচেয়ে বড় যোগাযোগের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে যদিও এটা কারো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। তবুও যে কেউ তাতে ইসলামের অনেক বিষাক্ত অপঃপ্রচার দেখতে পারে। অবশ্য মুসলমানরাও এ হাতিয়ারকে ইসলামের সঠিক ভাবমূর্তি তুলে ধরার জন্য ব্যবহার করছে। কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে অপঃপ্রচারের প্রবল ঝড়ের তুলনায় তারা অনেক পিছে পড়ে আছে। আমি আশা করি মুসলমানদের প্রচেষ্টা অব্যাহত ভাবে বাড়তে থাকবে।

সময়ের সাথে ভ্রান্ত ধারণার পরিবর্তন

বিভিন্ন সময় এবং বিভিন্ন যুগে ইসলামের ব্যাপারে প্রশ্ন বিভিন্ন হয়। আলোচ্য ২০টি প্রশ্ন বর্তমান সময়ের ফসল। দশ বছর আগে ২০টি প্রশ্নের ধরন অন্য রকম ছিল এবং দশ বৎসর পরেও অন্যরকম হবে। প্রশ্নের এ ধারা পরিবর্তিত হয় প্রচার মাধ্যম কিভাবে ইসলামকে প্রচার করছে তার উপর।

বিশ্বের ভ্রান্ত ধারণাগুলো একই

আমি বিশ্বের বিভিন্ন জায়গার অনেক মানুষের সাথে মত বিনিময়ের সময় দেখেছি যে, সবজায়গায় ইসলামের ব্যাপারে ২০টি প্রশ্ন একই ও অভিন্ন। স্থান কাল ও সংস্কৃতি ভেদে আরো কিছু প্রশ্নও থাকতে পারে। যেমন আমেরিকায় সূদ দেয়া নেয়া কেন হারাম এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়।

আমি এসকল প্রশ্নগুলো থেকে মাত্র ২০টি প্রশ্ন বাছাই করেছি যা ভারতের অমুসলমানদের পক্ষ থেকেই উত্থাপন করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কেন মুসলমানরা সবজী বহির্ভূত খাবার (প্রাণীজ আমিষ) খায়? এ জাতীয় প্রশ্ন শামিল করার কারণ হল, ভারত বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠী বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এবং তারা গোটা বিশ্বের এক পঞ্চমাংশ জনশক্তি। ফলে তাদের প্রশ্ন বিশ্বের অন্যান্য অমুসলমানদেরও সাধারণ প্রশ্নে পরিণত হয়েছে।

ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়নকারী অমুসলমানদের ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা ঃ

বহু অমুসলিম ইসলামকে নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন। তাদের অধিকাংশের অবস্থা হল, তারা ইসলামের সমালোচকদের লেখা বই-পুস্তকই পড়েছেন।

www.amarboi.org

এসব অমুসলিমের ইসলাম সম্পর্কে অতিরিক্ত আরো ২০টি ভুল ধারণা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তারা দাবী করে যে, কোরআন মজীদে বৈপরিত্য আছে এবং কোরআন অবৈজ্ঞানিক ইত্যাদি। বিকৃত উৎস থেকে ইসলামের জ্ঞান আহরণকারীরা অমুসলিমদের ঐ ২০টা প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন। আমি নিজেও অপেক্ষাকৃত কম ঐ ২০টি সাধারণ প্রশ্নের উত্তর জনসভায় এবং নিম্নোক্ত বইতে দিয়েছি। বইটির নাম হল ঃ

"Answers to common Questions about Islam by Non-Muslims who have some Knowledge about Islam"

www.amarboi.org

১ নং প্রশ্ন

বহু বিবাহ প্রথা

প্রশ্ন ঃ ইসলামে কেন একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে ? অর্থাৎ যেমন, বহুবিবাহ প্রথা ইসলামে গ্রহণযোগ্য কেন ?

উত্তর ঃ

১. বহুবিবাহ প্রথার সংজ্ঞা ঃ (Polygamy)

বহুবিবাহ প্রথার মানে এমন একটি বিবাহ প্রথা, যেখানে একজন পুরুষের একের অধিক স্ত্রী থাকে। বহুবিবাহ প্রথা দু'রকমের। একটা হচ্ছে, একজন পুরুষের একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ। আরেকটা হচ্ছে– স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ প্রথা, যেখানে একজন মহিলা একের অধিক পুরুষকে বিবাহ করে (Polyandry)। ইসলামে পুরুষের সীমাবদ্ধ বহু বিবাহ প্রথা অনুমোদিত কিন্তু স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ প্রথা পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

এখন আসল প্রশ্নে আসা যাক, কেন একজন পুরুষের একাধিক বিবাহ জায়েয ?

২. কোরআনই বিশ্বের একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যাতে বলা হয়েছে।

"একটা মাত্র বিয়ে কর।"

এই বিশ্বে কোরআনই একমাত্র ধর্ম যাতে একটা বিয়ে কর– এই শব্দগুচ্ছটি আছে। এরকম আর কোন ধর্মগ্রন্থ নেই, যাতে পুরুষদেরকে মাত্র একজন স্ত্রী রাখার কথা বলে। অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থ তা বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, তালমুদ বা বাইবেলই হোক না কেন, কেউ সেগুলোতে স্ত্রীর সংখ্যার উপর বিধিনিষেধ খুঁজে পাবে না। উল্টো, এসব ধর্ম গ্রন্থানুসারে যে কেউ যা ইচ্ছা বিবাহ করতে পারে। পরবর্তীকালে হিন্দু পুরোহিত এবং খৃস্টান গীর্জা একাধিক স্ত্রীগ্রহণে বিধিনিষেধ আরোপ করে।

বহু হিন্দুধর্মীয় ব্যক্তিত্ব তাদের ধর্মানুসারে বহুবিবাহ করেছিলেন। রামের পিতা রাজা দশরথের একাধিক স্ত্রী ছিল। কৃষ্ণেরও বহু স্ত্রী ছিল।

www.amarboi.org

অতীতে, বাইবেলে বহু স্ত্রী গ্রহণে বিধিনিষেধ না থাকাতে খৃষ্টানরা বহুবিবাহ করত। মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে গীর্জা একাধিক স্ত্রী গ্রহণের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে।

ইহুদী ধর্মে, বহুবিবাহ প্রথা অনুমোদিত। তালমুদের নীতি অনুসারে, ইব্রাহিমের ৩টি এবং সোলাইমানের একশ স্ত্রী ছিল। ইহুদী রাব্বী গারসম বিন ইয়াহুদা (৯৬০-১০৩০ শতাব্দী) কর্তৃক বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে রাজকীয় ফরমান জারীর আগ পর্যন্ত তা বহাল ছিল। মুসলিম দেশ গুলোতে বসবাসকারী ইহুদী রাখাল সম্প্রদায় ১৯৫০ সালে ইরলায়েলের প্রধান রাব্বী কর্তৃক একাধিক বিয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের আগ পর্যন্ত এ পদ্ধতি অনুসরণ করে।

আশ্চর্য জনক তথ্য ঃ ১৯৭৫ সালে ভারতের আদমশুমারীতে জানা যায় যে, হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে অধিকহারে একাধিক বিয়েকারী। 'ইসলামে নারীর মর্যাদা' এ বিষয়ে গঠিত একটি কমিটি ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত তাদের রিপোর্টের ৬৬ ও ৬৭ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, ১৯৫১-১৯৬১ সালের মধ্যে হিন্দুদের মধ্যে বহুবিবাহের হার ছিল শতকরা ৫.০৬ এবং মুসলমানদের মধ্যে ছিল ৪.৩১। ভারতের আইন অনুসারে,শুধুমাত্র মুসলমানদের একাধিক বিবাহ অনুমোদিত ছিল এবং অসুমলিমদের জন্য তা অবৈধ ছিল। অবৈধ থাকা সত্ত্বেও হিন্দুরা মুসলমানদের তুলনায় বহু বিবাহ করত। অতীতে, হিন্দু সমাজের উপর বহুবিবাহের ব্যাপারে কোন বাধানিষেধ ছিল না। ১৯৫৪ সালে, যখন হিন্দু বিবাহ আইন পাশ হয়, তখনই কোন হিন্দুর জন্য একাধিক বিবাহ করা অবৈধ হয়। বর্তমানে কোন হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ নয়, বরং ভারতের আইন অনুসারে হিন্দুদের একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ।

আমরা এখন ইসলাম কেন একাধিক বিবাহের অনুমতি দিয়েছে, তা আলোচনা করব।

৩. সীমিত বহুবিবাহ অনুমোদনে কোরআন ঃ

আমি আগে উল্লেখ করেছি যে, বিশ্বের বুকে কোরআনই একমাত্র ধর্ম গ্রন্থ যা বলে "একটি বিবাহ কর।৬

www.amarboi.org

পবিত্র কোরআনের সূরা আন নিসায় আছে ঃ

"বিবাহ কর তোমার পছন্দমত, দুই, তিন অথবা চার, কিন্তু যদি এরূপ আশংকা কর যে "তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না তাহলে একটি বিয়ে কর।" (আল কুরআন ৪ঃ৩)

কোরআন নাযিলের পূর্বে, বহু বিবাহের উর্ধের কোন সীমা ছিল না এবং অনেক লোক বহুবিবাহ করত, এমনকি কেউ একশ বিবাহ করত। ইসলাম চার স্ত্রী পর্যন্ত উধর্তন সীমা বেঁধে দিয়েছে। ইসলাম তাকেই দুই, তিন বা চার পর্যন্ত বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে যে তাদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে।

সূরা আন নিসার ১২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

তোমরা কখনও নারীদের প্রতি সমান ইনসাফ করতে পারবে না, যদিও এর আকাংখা পোষন কর। তবে সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড়না যে, একজনকে ফেলে রাখ দোদুল্যমান অবস্থায়।যদিও বহু বিবাহ একটি নিয়ম নয়, কিন্তু একটি ব্যতিক্রম। বহু লোক ভুল ধারণা পোষণ করে যে, একের অধিক বিবাহ করা আবশ্যকীয়। প্রশস্তভাবে ইসলামের আদেশ ও নিষেধের ৫টি স্তর আছে ঃ

ক. ফরজ – আবশ্যকীয় বা বাধ্যতামূলক।

খ. মুস্তাহাব – প্রশংসিত বা উৎসাহিত।

গ. মোবাহ – অনুমোদনীয় বা গ্রহণযোগ্য

ঘ. মাকরুহ – অপসন্দনীয় বা নিরুৎসাহিত

ঙ। হারাম – নিষিদ্ধ বা অবৈধ।

বহুবিবাহ মাঝের অর্থাৎ মোবাহ পর্যায়ে পড়ে যেটা অনুমোদনীয়। এটা বলা হয়না যে, যার একটি স্ত্রী আছে তার অপেক্ষা, যার একাধিক স্ত্রী আছে সে অধিক ভাল।

৪. মেয়েদের গড় আয়ু ছেলেদের চেয়ে বেশি ঃ

প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী ছেলে এবং মেয়ে প্রায় একই অনুপাতে জন্মগ্রহণ করে। একজন ছেলে শিশুর চেয়ে একজন মেয়ে শিশুর বেশি প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে। একটি ছেলে শিশুর চেয়ে একটি মেয়ে শিশু বিভিন্ন রোগ

www.amarboi.org

জীবানু ও রোগশোককে বেশী প্রতিরোধ করতে পারে। এ কারণে মেয়ে শিশুর চেয়ে ছেলেশিশুর মৃত্যুহার বেশী।

যুদ্ধের সময় মহিলাদের চেয়ে পুরুষ অধিক মারা যায়। বহু পুরুষ দুর্ঘটনা এবং রোগে মহিলাদের তুলনায় বেশী মারা যায়। গড়ে মেয়েদের জীবনহার ছেলেদের চেয়ে বেশী এবং একটি নির্দিষ্ট ও প্রদত্ত সময়ে বিপত্নীকের চেয়ে বিধবার সংখ্যা বেশী হয়ে থাকে।

৫. মেয়ে হত্যা এবং শিশু হত্যার কারণে ভারতে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশী।

প্রতিবেশী দেশসমূহের পাশাপাশি ভারতও এমন একটি দেশ যেখানে পুরুষের চেয়ে মহিলার সংখ্যা কম। এর কারণ হচ্ছে, ভারতে অধিকহারে মেয়ে শিশু হত্যা। আরো করুণ বাস্তবতা হচ্ছে, গর্ভে মেয়ে শিশু চিহ্নিত হওয়ার পর প্রতিবছর ১ মিলিয়নের বেশী মেয়ে শিশুর ভ্রূণ গর্ভপাত করা হয়। এ নিকৃষ্ট কাজটি বন্ধ হলে ভারতেও পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশী হবে।

৬. বিশ্বে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশী

যুক্তরাষ্ট্রে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় ৭.৮ মিলিয়ন বেশী। কেবলমাত্র নিউইয়র্ক শহরেই পুরুষের তুলনায় এক মিলিয়নের অধিক নারী আছে। আবার এই পুরুষদের এক তৃতীয়াংশ হল, সমকামী। যুক্তরাষ্ট্রে ২৫ মিলিয়নের অধিক সমকামী আছে। এর অর্থ এই যে, সমকামীরা নারী বিয়ে করতে চায় না। বৃটেনে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা ৪ মিলিয়নের অধিক। জার্মানীতে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় ৫ মিলিয়নের অধিক। রাশিয়াতে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় ৯ মিলিয়নের অধিক। একমাত্র আল্লাহ ভাল জানেন, সমস্ত বিশ্বে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা কত বেশী।

৭. প্রত্যেক পুরুষকে একটি মাত্র বিয়েতে সীমাবদ্ধ রাখা বাস্তব সম্মত নয়।

যদি একজন মানুষ ১টি বিয়ে করে, তাহলে কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই আরও ৩০ মিলিয়ন মেয়ে থেকে যাবে যারা কোন স্বামী পাবেনা। অধিকন্তু

www.amarboi.org

আমেরিকাতে ২৫ মিলিয়ন সমকামীও আছে। অনুরূপভাবে ব্রিটেনে ৪ মিলিয়নের অধিক, জার্মানীতে ৫ মিলিয়েনের অধিক এবং রাশিয়াতে ৯ মিলিয়নের অধিক মহিলা স্বামী পাবেনা।

ধরা যাক, আমার বা আপনার একজন বোন আমেরিকাতে আছে অবিবাহিতা। তার সামনে দুটো পথই আছে, হয় সে এমন পুরুষকে বিয়ে করবে যার এক স্ত্রী আছে অথবা তাকে গণ সম্পত্তিতে পরিণত হতে হবে। যারা স্বতী-স্বাধ্বী তাদের ১ম উপায় বেছে নেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই, অধিকাংশ মেয়ে অন্য মেয়ের সাথে তাদের স্বামীকে ভাগে গ্রহণ করতে চাইবে না। কিন্তু যখন এমন সময় আসবে তখন ইসলামের দৃষ্টিতে ঈমানদার মুসলিম মেয়েদের উচিত, অপর মুসলিম বোনকে গণসম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার বিরাট ক্ষতি থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে নিজের জন্য ছোট ক্ষতিকে মেনে নেয়া।

৮. গণসম্পত্তি হওয়ার চেয়ে বিবাহিত পুরুষ বিয়ে করা অগ্রাধিকারযোগ্য ঃ

পাশ্চাত্যে একজন মানুষের একাধিক নারী বা বিবাহ বর্হিভূর্ত বহু নারীর সাথে সম্পর্ক থাকে, যেখানে মেয়েরা অসম্মানজনক ও অরক্ষিত জীবন যাপন করে। অথচ সে একই সমাজে একজন লোকের একাধিক স্ত্রী থাকাকে গ্রহণ করা হয় না। গ্রহণ করা হলে, মেয়েরা সম্মানজনক জীবনযাপন করতে পারে।

এভাবে, অবিবাহিত মেয়ের সামনে ২টি উপায়ই খোলা থাকে, হয় সে কোন বিবাহিত পুরুষকে বিয়ে করবে কিংবা গণসম্পত্তিতে পরিণত হবে। ১ম উপায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলাম নারীদের সম্মান জনক জীবন দান করে এবং ২য় উপায়টিকে নাকচ করে।

ইসলাম কেন সীমিত বহুবিবাহ প্রথা চালু করেছে তার আরো অনেক কারণ আছে, কিন্তু এটা বিশেষ ভাবে নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্য করা হয়েছে।

---

www.amarboi.org

২য় প্রশ্ন

মেয়েদের বহু বিবাহ প্রথা (Polyandry)

প্রশ্ন ঃ একজন পুরুষ একাধিক মহিলাকে বিয়ে করতে পারে, কিন্তু ইসলাম কেন একজন মহিলাকে একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে নিষেধ করে ?

উত্তর ঃ কিছু সংখ্যক মুসলিম সহ বহু লোকের প্রশ্ন, একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারলে মেয়েদেরকে কেন একাধিক পুরুষ বিয়ে করার অধিকার দেয়া হয়না ?

আমি জোরালোভাবে বলতে চাই, ইসলামী সমাজের ভিত্তি হচ্ছে ইনসাফ ও সমতা। আল্লাহ পুরুষ এবং মহিলাকে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা ও দায়িত্ব দিয়ে সমভাবে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষ এবং মেয়েরা শারিরীক ও মানসিক দিক থেকে ভিন্ন। তাদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব ভিন্ন। ইসলামের দৃষ্টিতে তারা সমান, কিন্তু অভিন্ন নয়।

সূরা নিসার ২২-২৪ নং আয়াতে পুরুষদের জন্য যে সকল মহিলাকে বিবাহ করা নিষেধ, তার তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীতে আবার সূরা নিসার ২৪ নং আয়াতে স্বামীর অধীন ৰিবাহিতা মহিলাদেরকেও ঐ নিষিদ্ধ তালিকার অর্ন্তভূক্ত করে বলা হয়েছে "এবং সকল বিবাহিতা মহিলাসহ যারা নিষিদ্ধ)"

মহিলাদের বহু বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ গুলো নিম্নে বর্ণনা করা হল ঃ

১. যদি একজন পুরুষ একাধিক বিবাহ করে তাহলে, সেই ঘরে জন্মগ্রহণ কারীর পিতা-মাতাকে সহজে চিহ্নিত করা যায়। একজন মহিলার যদি একাধিক স্বামী থাকে, তাহলে, সে ক্ষেত্রে শুধু মাত্র সন্তানের মাকেই সনাক্ত করা যায়, বাবাকে নয়। ইসলাম মা ও বাবা উভয়ের সনাক্ত করণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। আচরণ বিজ্ঞানী ও মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন, যে বাচ্চারা তাদের পিতামাতাকে চিনেনা- বিশেষত বাবাকে, তারা বিভিন্ন মানসিক রোগে ভোগে। প্রায়ই তাদের বাল্যকাল খুব ভাল কাটেনা। একারণে বেশ্যাদের ছেলে-মেয়েরা সুস্থ বাল্যকাল কাটায়না। যদি এরকম

www.amarboi.org

কোন বাচ্চা স্কুলে ভর্তি হয় এবং তার মাকে সন্তানের বাবার নাম জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তাকে ২/৩ টা নাম বলতে হবে। আমার জানা আছে যে, বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে gene পরীক্ষার মাধ্যমে পিতা মাতাকে সনাক্ত করা সম্ভব। ফলে বিষয়টি আর আগের মত নয়।

২. পুরুষরা প্রকৃতিগত ভাবে মেয়েদের তুলনায় বেশী বিবাহের প্রয়োজন অনুভব করে।

৩. জীবতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে একজন পুরুষের পক্ষে একাধিক স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পালন করা সহজতর। একজন মহিলার পক্ষে একাধিক স্বামীর প্রতি অনুরূপ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। মাসিক চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে একজন নারীর মানসিক আচরণে পরিবর্তন দেখা দেয়।

৪. একাধিক স্বামী বিশিষ্ট একজন মহিলার একই সময়ে একাধিক যৌন সহযোগী থাকে। যার ফলে যৌন ব্যাধি সংক্রমনের সম্ভাবনা থাকে এবং সেটা তার স্বামীর মধ্যে অন্য কারো সাথে যৌন সম্পর্ক না থাকলেও সংক্রমিত হতে পারে। এটা বহু বিবাহকারী এবং একাধিক স্ত্রীর পুরুষ স্বামীর ক্ষেত্রে ঘটেনা।

উপরোক্ত কারণ গুলো যে কারো বুঝার জন্য যথেষ্ট। হয়তো আরো অনেক কারণ আছে। যার ফলে অসীম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ স্ত্রীদেরকে একই সময়ে বহু স্বামী গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

www.amarboi.org

৩য় প্রশ্ন

মহিলাদের পর্দা

প্রশ্ন ঃ কেন ইসলাম মেয়েদেরকে পর্দার মধ্যে রেখে মর্যাদাহানি করেছে ?

উত্তর ঃ ধর্মনিরপেক্ষ প্রচার মাধ্যমগুলোতে ইসলামে মেয়েদের মর্যাদাকে আক্রমণ করা হয়। পর্দা' বা ইসলামী পোশাককে অনেকে ইসলামে নারীর পরাধীনতার উদাহরণ হিসেবে পেশ করে। এখন আমরা ইসলামে পর্দার হুকুমের কারণ পর্যালোচনার আগে ইসলাম পূর্ব সমাজে নারীর মর্যাদা বিশ্লেষণ করবো।

১. পূর্বে নারীরা নিগৃহীত এবং ভোগ্যবস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হত ঃ

ইতিহাসের নিম্নোক্ত উদাহরণগুলোতে আগের সভ্যতাগুলো কর্তৃক নারীর মৌলিক অধিকার অস্বীকারের পরিষ্কার চিত্র ফুটে উঠবে।

ক. ব্যাবিলিয়ন সভ্যতা ঃ

এ সভ্যতায় নারী নিগৃহীত সকল এবং অধিকার বঞ্চিত ছিল। একজন পুরুষ কোন মহিলাকে হত্যা করলে সে পুরুষটির শাস্তির পরিবর্তে তার স্ত্রীকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হত।

খ. গ্রীক সভ্যতা ঃ

প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে গ্রীক সভ্যতাই উজ্জ্বলতম সভ্যতা হিসেবে স্বীকৃত। এই উজ্জ্বল যুগেও মেয়েরা সব রকমের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল এবং তাদেরকে হীন দৃষ্টিতে দেখা হত। গ্রীক কিংবদন্তী অনুযায়ী, প্যান্ডোরা নামক এক কল্পিত নারী মানব জাতির দুর্ভাগ্যের কারণ। গ্রীকরা নারীকে 'উপ মানুষ কিংবা 'পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট' বিবেচনা করত, যদিও নারীর সতীত্ব খুবই মূল্যবান এবং নারীকে খুবই মর্যাদাবান মনে করা হত, কিন্তু গ্রীকরা পরে অহমিকা ও যৌন বিকার গ্রস্ত হয়ে পড়ে। গ্রীক সমাজের সর্বত্র এবং সকল শ্রেণীর মধ্যে বেশ্যাবৃত্তি ছড়িয়ে পড়ে।

www.amarboi.org

গ. রোমান সভ্যতা ঃ

যখন রোমান সভ্যতা ঔজ্জ্বল্যের সর্বোচ্চ শিখরে উঠে, তখন একজন পুরুষের নিজ স্ত্রীর জীবন হরণের অধিকার ছিল। পতিতাবৃত্তি এবং নগ্নতা রোমানদের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল।

ঘ. মিসরীয় সভ্যতা ঃ

মিসরীয়রা নারীকে খারাপ বিবেচনা করত এবং তাদেরকে শয়তানের চেলা হিসেবে চিহ্নিত করত।

ঙ. ইসলাম-পূর্ব আরব ঃ

আরবে ইসলাম প্রচারের আগে, আরবরা নারীকে হেয় দৃষ্টিতে দেখত এবং যখন কোন মেয়ে শিশু জন্মাত, তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলত।

২. ইসলাম নারীকে সমুন্নত করেছে, সমতা দিয়েছে এবং আশা পোষণ করে যে, তারা তাদের মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে ঃ

১৪০০ বছর আগে ইসলাম তাদের মর্যাদা উন্নত করেছে এবং তাদেরকে তাদের অধিকার প্রদান করেছে। ইসলাম আশা করে যে, তারা তাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে।

পুরুষের জন্য পর্দা ঃ

সাধারণত নারীদের জন্যই পর্দার পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়। অথচ, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক নারীর পর্দার আগে পুরুষের পর্দার কথা উল্লেখ করেছেন। কোরআন মজীদের সূরা আন নূরে আছে ঃ

“মোমেনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবগত আছেন।

যখন কোন পুরুষের কোন মেয়ের দিকে তাকানোর ফলে অসৎ ও নিলর্জ্জকর চিন্তা মনে আসে, তখন তার উচিত, দৃষ্টি নত করে রাখা।

www.amarboi.org

নারীর জন্য পর্দা

সূরা আন নূরের পরবর্তী আয়াতে আছে ঃ

"ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে, এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র-------। —আল কোরআন ২৪ঃ৩১।

৩. পর্দার ৬টি বৈশিষ্ট্য ঃ

কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে পর্দার ৬টি বৈশিষ্ট্য আছে ঃ

১. বিস্তার ঃ

প্রথম বৈশিষ্ট্য হল, শরীরের নির্দিষ্ট অংশ আবৃত করা। পুরুষ এবং নারীর ক্ষেত্রে তা ভিন্ন ভিন্ন। পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা ফরয। মেয়েদের জন্য মুখ এবং হাতের কব্জি বাদে পুরো শরীর ঢেকে রাখা ফরয। যদি তারা ইচ্ছা করে, তাহলে তারা এ অংশগুলোও ঢেকে রাখতে পারে। কিছু আলেম জোর দিয়ে বলেছেন, মুখ এবং হাতও পর্দার ফরযের মধ্যে পড়ে। বাকী ৫টি বৈশিষ্ট্য পুরুষ ও মহিলার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

২. পরিধানের কাপড় ঢিলা-ঢালা হবে যাতে দেহের আকৃতি বুঝা না যায়।

৩. কাপড় পাতলা হবে না যাতে অপর কেউ তার সতর দেখতে পারে।

৪. কাপড় এমন চাকচিক্যময় হবে না, যা কোন পুরুষকে আকর্ষণ করতে পারে।

৫. পুরুষের পোশাকের সাথে যেন সাদৃশ্য না থাকে।

৬. অবিশ্বাসীদের পোশাকের সাথে কোন মিল থাকবে না। যেমন এমন কাপড় পরা যাবে না যেটা অবিশ্বাসীদের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৪. অন্যান্য জিনিসের মধ্যে 'হিজাব' আচার-আচরণকেও বুঝায়

পরিপূর্ণ হিজাব, পোশাকের ৬টি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও কোন ব্যক্তির আচার আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গী ও ইচ্ছাকে বুঝায়। যে ব্যক্তি পোশাকের বৈশিষ্ট্যগুলো

www.amarboi.org

পালনের মাধ্যমে হিজাবকে পরিপূর্ণ করে, তার কাছে হিজাব সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। পোশাকের হিজাবের সাথে সাথে তা চোখের হিজাব, হৃদয়ের হিজাব, চিন্তার হিজাব ও ইচ্ছার হিজাবকেও বুঝায়। এটা কোন মানুষের চলাফেরা, কথাবার্তা ও আচরণ ইত্যাদিকেও বোঝায়।

৫. হিজাব নিপীড়ন প্রতিরোধ করে

কেন মেয়েদের জন্য হিজাবকে ফরয করা হয়েছে, পবিত্র কোরআনের সূরা আল আহযাবে তা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন "হে নবী ! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন,তারা যেন বাইরে গেলে তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (আল কোরআন ৩৩ঃ৫৯)।

কোরআন বলেছে, মেয়েদের জন্য হিজাবকে ফরয করার ফলেই তাদেরকে সাধু হিসেবে চেনা যায় এবং এটা তাদেরকে উৎপীড়ন থেকেও প্রতিরোধ করে।

৬. যমজ বোনের উদাহরণ

ধরা যাক, সমসুন্দরী যমজ দুই বোন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তাদের একজন ইসলামী হিজাব ধারিণী।যেমন হাতের কব্জি এবং মুখ ব্যতীত সমস্ত দেহ আবৃত। অপরজন পাশ্চাত্যের পোশাক মিনি স্কার্ট ও শর্টস পরিহিতা। মোড়ে গুন্ডা বা দুর্বত্তরা দাঁড়িয়ে আছে, উপহাস করার জন্য তারা কাকে উপহাস করবে? যে মেয়ে ইসলামী হিজাবে আবৃত তাকে, না যে মিনি স্কার্ট পরা তাকে? স্বভাবতই সে মিনি স্কার্ট পরা মেয়েটিকেই উপহাস করবে। এসব পোশাক পরোক্ষভাবে উপহাস ও উৎপীড়নের প্রতীক যা বিপরীত লিঙ্গের আকর্ষণ বাড়ায়। কোরআন সঠিক বলেছে যে, হিজাব মেয়েদেরকে উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করে।

৭. ধর্ষণকারীর জন্য মৃত্যুদণ্ড ঃ

ইসলামের শরীয়তানুসারে, একজন ধর্ষণকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। অনেকে এই কঠোর শাস্তিতে আশ্চর্য হয়। এমনকি অনেকে বলে যে,

www.amarboi.org

ইসলাম নির্দয় ও বর্বর ধর্ম। আমি কয়েকশ অমুসলিমকে একটি সাধারণ প্রশ্ন করেছিলাম। ধরা যাক এবং আল্লাহ্ না করুক, কেউ যদি আপনার স্ত্রী, মাতা বা বোনকে ধর্ষণ করে, আপনি বিচার চাইলে এবং সেই ধর্ষণকারীকে আপনার সামনে হাজির করা হলে আপনি তাকে কি শাস্তি দেবেন? তাদের সবাই জবাবে বলেছিল, তারা তাকে মৃত্যুদন্ড দেবে। কেউ কেউ বলেছিল যে, তারা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কষ্ট দিয়ে তাকে মারবে। তাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করি যদি কেউ আপনার স্ত্রী ও মাকে ধর্ষণ করে আপনি তাকে মৃত্যুদন্ড দিতে পারেন। কিন্তু একই অপরাধ যদি অন্য কারোর স্ত্রী বা বোনের প্রতি করা হয়, তাহলে, বলেন বর্বর শাস্তি। কেন এই ভিন্ন পরিমাপ?

৮. নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে পাশ্চাত্যের দাবী অমূলক

পাশ্চাত্যে নারী স্বাধীনতা মানে, ছদ্মবেশে তাদের দেহ শোষণ, আত্মার অবমাননা এবং সম্মান থেকে বঞ্চনা। পাশ্চাত্য নারীর মর্যাদা উন্নত করার দাবী করে অথচ তারা নারীকে উপপত্নী, প্রণয়িনী এবং সামাজিক প্রজাপতিতে পরিণত করে তাদের মর্যাদা হানি করেছে। তারা শিল্প ও সংস্কৃতির রঙিন পর্দার আড়ালে স্ফুর্তিবাজ এবং যৌন শিকারীদের সস্তা খোরাকে পরিণত হয়েছে।

৯. আমেরিকাতে ধর্ষণের হার সবচেয়ে বেশী

বিশ্বের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সবচেয়ে উন্নত দেশ ধরা হয়। আবার বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানেই ধর্ষণের হারও সবচেয়ে বেশী। FBI –এর রিপোর্ট অনুসারে ১৯৯০ সালে, প্রতিদিন গড়ে ১,৭৫৬টি ধর্ষণের ঘটনা আমেরিকাতেই সংঘটিত হয়। পরবর্তীতে অন্য এক রির্পোটে বলা হয়েছে, গড়ে ১৯০০ ধর্ষণের ঘটনা আমেরিকাতে সংঘটিত হয়। সালটা উল্লেখ করা হয়নি। হতে পারে এটা ১৯৯২ কি ১৯৯৩ সাল। হতে পারে, আমেরিকানরা পরের বছর আরো বেশী সাহসী হয়ে গিয়েছিল।

আমেরিকাতে ইসলামী হিজাব চালু হয়েছে, যদি এ দৃশ্য কল্পনা করা হয় এবং কোন পুরুষ কোন মেয়ের দিকে তাকানোর ফলে যদি তার মনে কোন কুচিন্তা আসে তাহলে, সে তার দৃষ্টি নত রাখবে। প্রতিটি মেয়ে হাতের কব্জি

www.amarboi.org

এবং মুখ বাদে ইসলামী হিজাব পরিধান করে। এরপরে কেউ যদি ধর্ষণ করে এবং তাকে বড় শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হল। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, এরকম দৃশ্যপটে আমেরিকাতে ধর্ষণের হার বাড়বে, একই থাকবে, না কমবে?

১০. ইসলামী শরীয়াহর আইন কার্যকর হলে ধর্ষণের হার কমবে

যত দ্রুত ইসলামী শরীয়াহর আইন কার্যকর হবে, তত এর ইতিবাচক ফলাফল অপরিহার্য। যদি ইসলামী শরীয়াহ আমেরিকা, ইউরোপ বা বিশ্বের অন্য কোন দেশে বাস্তবায়িত হয় তাহলে, সমাজ শান্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। হিজাব কখনও একজন মহিলার মর্যাদাকে নীচে নামায় না বরং উপরে তোলে এবং তার সাধুতা ও সতীত্ব রক্ষা করে।

www.amarboi.org

৪নং প্রশ্ন

ইসলাম কি তলোয়ারের জোরে প্রচারিত হয়েছে ?

প্রশ্ন ঃ ইসলাম যেহেতু তরবারীর জোরে প্রচারিত হয়েছে, তাই এটাকে কিভাবে শান্তির ধর্ম বলা হয় ?

উত্তর ঃ কিছু অমুসলিমের এটা একটা সাধারণ প্রশ্ন যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার প্রসার না হলে। বিশ্বে শতকোটি মুসলমানের অস্তিত্ব অসম্ভব ছিল। নিম্নের বিষয় গুলো প্রমাণ করবে যে, তরবারির তো প্রশ্নই উঠে না বরং সত্যের আভ্যন্তরীন শক্তি ও যুক্তিই হল বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার প্রসারের মূল কারণ।

১. ইসলাম মানে শান্তি

ইসলাম 'সালাম' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ শান্তি। ইসলাম হল, নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করা, ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম। সর্বোচ্চ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছা ও আত্মসমর্পন করার মাধ্যমে তা অর্জন করতে হয়।

২. কখনও শান্তি রক্ষার জন্য জোর খাটানো হয়

এ বিশ্বের প্রতিটি মানুষই শান্তি ও ঐক্যের পক্ষপাতী নয়। অনেকে আছে, যারা নিজেদের স্বার্থের জন্য এই ঐক্য ছিন্ন করে, কখনও শান্তি রক্ষার জন্য শক্তি প্রয়োগ করা হয়। যেমন পুলিশ দেশে শান্তি শৃংখলা রক্ষার জন্য অপরাধী ও অসামাজিক লোকদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করে। ইসলাম শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য অনুসারীদেরকে উৎসাহিত করে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য কখনও শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। ইসলামে শুধুমাত্র শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় শক্তি প্রয়োগের আদেশ আছে।

৩. ঐতিহাসিক ডি ল্যাসি ও'ল্যারির মত

ইসলাম তরবারীর জোরে প্রচারিত হয়েছে এ ভ্রান্ত ধারণার উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন ঐতিহাসিক ডি ল্যাসি ও'ল্যারি। তিনি Islam at the

www.amarboi.org

cross road" বইয়ের ৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ইতিহাস একথা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, "উগ্র মুসলিমরা তরবারির জোরে বিজিত জাতি সমূহের উপর ইসলামকে চাপিয়ে দিয়েছে" মর্মে ঐতিহাসিকদের বারবার উল্লেখিত এই উক্তি অবাস্তব ও অযৌক্তিক।

৪. মুসলমানরা ৮০০ বছর স্পেন শাসন করেছিল

মুসলিমরা ৮০০ বছর স্পেন শাসন করেছিল। স্পেনে মুসলমানরা কাউকে ইসলাম গ্রহণের জন্য কখনও তরবারীর শক্তি প্রয়োগ করেনি। পরবর্তীতে, খৃস্টান ধর্মযোদ্ধারা স্পেনে এসে মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করে। তখন স্পেনে এমন একজন মুসলিমকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি যে নামাযের জন্য খোলাখুলি আযান দিতে পারে।

৫. আরবে ১৪ মিলিয়ন খৃস্টান

মুসলমানরা ১৪০০ বছর ব্যাপী আরবদেশ গুলো শাসন করেছে। যদিও কিছু সময়ের জন্য বৃটিশ ও ফরাসী শাসনও চলেছে। মোটকথা, মুসলমানরা ১৪০০ বছর ব্যাপী আরবদেশ শাসন করেছে। আজ পর্যন্ত সেখানে ১৪ মিলিয়ন আরব কপটিক খৃস্টান আছে। মুসলমানরা যদি তরবারী ব্যবহার করত, তাহলে একজন খৃস্টানও অবশিষ্ট থাকতনা।

৬. ভারতে ৮০% এর বেশি অমুসলিম

মুসলমানরা প্রায় ১০০০ বছর ভারত শাসন করেছিল। যদি তারা চাইত, তাহলে, প্রতিটি অমুসলিমকে মুসলিমে রূপান্তরিত করার মত শক্তি তাদের ছিল। আজকে ভারতের জনসংখ্যার ৮০%-এর বেশি অমুসলিম। ভারতের এসব অমুসলিমরা আজ এ সাক্ষ্যই বহন করছে যে, ইসলাম তরবারীর জোরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি।

৭. ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া

ইন্দোনেশিয়ায় বিশ্বের সর্বাধিক মুসলিমের বাস। মালয়েশিয়ার অধিকাংশ লোক মুসলিম। কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়শিয়ায় কোন্ মুসলিম সেনাবাহিনী গিয়েছিল?"

www.amarboi.org

৮. আফ্রিকার পূর্ব উপকূল

একইভাবে, ইসলাম আফ্রিকার পূর্ব উপকূলেও দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে, কেউ আবার জিজ্ঞেস করতে পারে, যদি ইসলাম তরবারী দ্বারাই প্রসারিত হয়ে থাকে, তাহলে কোন্ মুসলিম বাহিনী আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে গিয়েছিল?

৯. থমাস কার্লাইল

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক থমাস কার্লাইল তার "Heroes and Hero warhip" বইয়ে ইসলাম প্রসারের এ ভুল ধারণা এভাবে অপনোদন করেছেন ঃ

"তলোয়ার বই কি? কিন্তু প্রশ্ন হল কোথায় আপনি তরবারী পেলেন? প্রত্যেক নতুন মতের সূচনা এক ব্যক্তি থেকেই হয়ে থাকে, একজনের মাথা থেকেই তা আসে। বিশ্বের একটি মাত্র লোকই তা বিশ্বাস করে এবং ধারণাও করে যে, তিনি একাই সকল মানুষের বিরুদ্ধে। এ অবস্থায় তিনি একটি তলোয়ার দিয়ে তার মত প্রকাশ করা শুরু করবেন কি? আর করলেও তাতে কোন লাভ হবে কি? কাজেই তলোয়ারের জোরে ইসলাম প্রচারের অভিযোগটি রাখুন বরং কোন জিনিস নিজে নিজেই আত্মপ্রকাশ করতে থাকে"

১০. ধর্মে কোন বাধ্য বাধকতা নেই

কোন্ তরবারী দ্বারা ইসলাম প্রসার লাভ করেছে? যদি মুসলমানদের এটা থাকত তবুও তারা সেটা ইসলামের প্রসারের জন্য ব্যবহার করত না। কারণ পবিত্র কোরআন বলেছে "দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়েত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে।" (আল কোরআন ২ঃ২৫৬)।

১১. বুদ্ধির তরবারী

এটা বুদ্ধির তরবারী। যে তরবারী মানুষের মন জয় করেছে– আল কোরআনের সূরা আন নাহলে ১২৫ নং আয়াতে আছে "আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন কৌশলের সাথে ও উত্তম উপদেশ শুনিয়ে এবং তাদের সাথে বির্তক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়। (আল কোরআন ১৬ঃ১২৫)

www.amarboi.org

১২. ১৯৩৪- ১৯৮৪ সালে বিশ্বের প্রধান ধর্মসমূহের অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার

১৯৮৬ সালে Reder's Digest পত্রিকার আলমানাক গ্রন্থপঞ্জিতে ১৯৩৪-১৯৮৪ সালে বিশ্বের প্রধান ধর্মসমূহের অনুসারীর সংখ্যার পরিসংখ্যান ছাপা হয়েছিল। এটি The plain truth" ম্যাগাজিনেও প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে দেখা যায়। ইসলাম ছিল সর্বোচ্চে। অর্থাৎ ২৩৫% এবং খৃস্টান ধর্মাবলম্বী মাত্র বেড়েছিল ৪৭%। কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে, এই শতকে কোন্ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যা বহু মিলিয়ন লোককে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেছে?

১৩. আমেরিকা ও ইউরোপে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভকারী ধর্ম

আজকে আমেরিকাতে দ্রুত প্রসার লাভকারী ধর্ম ইসলাম। ইউরোপেও ইসলাম। পাশ্চাত্যে কোন্ তরবারী বিপুল সংখ্যক মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করছে?

১৪. ডঃ জোসেফ আদাম পিয়ারসন

ডঃ জোসেফ আদাম পিয়ারসন যথার্থই বলেছেন "যারা ধারণা করে যে আরবদের হাতে একদিন পারমাণবিক অস্ত্র আসবে, তারা এটা স্বীকার করতে ব্যর্থ হয় যে, যেদিন মুহাম্মদ (স) জন্মগ্রহণ করেছেন সেদিনই তাদের হাতে ইসলামী বোমা এসে গিয়েছে।"

www.amarboi.org

৫ম প্রশ্ন

মুসলমান মৌলবাদী এবং সন্ত্রাসী

প্রশ্ন ঃ কেন অধিকাংশ মুসলিম মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী ?

উত্তর ঃ ধর্ম কিংবা আন্তর্জাতিক কোন বিষয়ের উপর আলোচনা হলে প্রায় সময়ই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুসলমানদের প্রতি এ প্রশ্ন ছুঁড়ে মারা হয়। ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে মারাত্মক ভুল ধারণার কারণে সকল তথ্য মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঢালাও ভাবে এ অভিযোগ আনা হয়। ভুল তথ্য ও মিথ্যা প্রচারণার কারণে মুসলমানরা বর্ণ বৈষম্য ও আক্রমণের শিকার। এ প্রসঙ্গে আমেরিকান তথ্য মাধ্যমে ওকলাহামা বোমা বিস্ফোরনের উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। তথ্য মাধ্যম বোমা বিস্ফোরনের সাথে সাথে আক্রমণের পেছনে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানের হাত রয়েছে বলে চালিয়ে দেয়। কিন্তু পরে জানা গেল যে, সে দৃস্কৃতকারী ব্যক্তিটি মুসলিম নয়। বরং মার্কিন সেনাবাহিনীর এক খৃষ্টান সদস্য।

আমরা এখন এই "মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ" নিয়ে আলোচনা করব ঃ

১.'মৌলবাদ' শব্দের সংজ্ঞা ঃ

তাকেই মৌলবাদী বলা হয় যে নিজ মতাদর্শের মৌলিক নির্দেশাবলী পালন করে। যেমন, কাউকে ভাল ডাক্তার হতে হলে তাকে ওষুধের মৌলিকতা জানতে হবে, অনুসরণ করতে হবে এবং প্র্যাকটিস করতে হবে। অন্য কথায়, ওষুধের ক্ষেত্রে তাকে মৌলবাদী হতে হবে। অনুরূপ কাউকে ভাল গণিতবিদ হতে হলে তাকে গণিতের মৌলিকতা জানতে হবে,অনুসরণ করতে হবে এবং প্র্যাকটিস করতে হবে। গণিতের ক্ষেত্রে তাকে মৌলবাদী হতে হবে। কাউকে ভাল বিজ্ঞানী হতে হলে তাকে বিজ্ঞানের মৌলিক দিক জানতে হবে, অনুসরণ করতে হবে এবং প্র্যাকটিস করতে হবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাকে মৌলবাদী হতে হবে।

www.amarboi.org

২. সকল মৌলবাদী সমান নয়

সকল মৌলবাদীকে এক চোখে দেখা উচিত নয়। কেউ সকল মৌলবাদীকে শুধু ভাল বা শুধু খারাপের পর্যায়ে ফেলতে যায় না। কোন মৌলবাদীর শ্রেণীবিন্যাস নির্ভর করে মৌলবাদীর ক্ষেত্র ও কর্মের উপর। একজন মৌলবাদী চোর বা ডাকাত সমাজের ক্ষতি করে। তাই তারা অবাঞ্ছিত। অপরপক্ষে একজন মৌলবাদী ডাক্তার সমাজের উপকার করে এবং যথেষ্ট সম্মান লাভ করে।

৩. আমি একজন মুসলিম মৌলবাদী হতে গর্ববোধ করি

আমি আল্লাহর রহমতে একজন মুসলিম মৌলবাদী। আমি ইসলামের মৌলিকতা জানছি এবং তা অনুসরনের চেষ্টা করছি। একজন সত্যিকার মুসলিম মৌলবাদী হওয়াকে লজ্জাস্কর মনে করতে পারে না। আমি একজন মুসলিম মৌলবাদী হয়ে গর্ববোধ করি। কারণ আমি জানি যে, সমগ্র বিশ্ব এবং মানবসমাজের জন্য ইসলামের মৌলিকতা উপকারী। ইসলামে এমন একটি মৌলিক তত্ত্বও নেই যা ক্ষতিকর অথবা মানব জাতির জন্য অপকারী। ইসলাম সম্পর্কে অনেক মানুষের প্রচুর ভুল ধারণা আছে এবং তারা ইসলামের বেশকিছু শিক্ষাকে অনুচিত এবং অনুপযুক্ত মনে করে। এটা ইসলাম সম্পর্কে অপর্যাপ্ত ও ভুল জ্ঞানের কারণে হয়। কেউ যদি খোলা মনে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে সমালোচনা মূলক বিশ্লেষণ করে তাহলে, তারা এসত্য বুঝতে ব্যর্থ হবে না যে, ইসলাম ব্যক্তি ও সমাজের জন্য পূর্ণ উপকারী।

৪.'মৌলবাদীর' আভিধানিক অর্থ

ওয়েবস্টারস অভিধানে মৌলবাদের অর্থ লেখা হয়েছে নিম্নরূপ ঃ বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আমেরিকার প্রোটেস্টান্ট ধর্মের একটি আন্দোলন যা আধুনিকতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে সৃষ্ট ও বাইবেলের নির্ভুলতার উপর জোর দেয় এবং কেবল বিশ্বাস ও নৈতিকতার বিষয়ে নয়, বরং ঐতিহাসিক সাহিত্য পঞ্জীর বিষয়েও। এ আন্দোলন বাইবেলকে আল্লাহর বাণীর সাহিত্য হিসেবে বিশ্বাস করার উপর জোর দেয়। মৌলবাদ প্রথমে খৃষ্টানদের এমন একটি

www.amarboi.org

দলের ব্যাপারে ব্যবহৃত হয় যারা বাইবেলকে আল্লাহর ত্রুটিমুক্ত ও অভ্রান্ত বাণী হিসেবে বিশ্বাস করে।

অক্সফোর্ড ডিকশেনারীতে মৌলবাদ অর্থ হল, প্রাচীন অথবা কোন ধর্মের মৌলিক বিষয়, বিশেষ করে ইসলামের মৌলিক বিষয় গুলোকে যথার্থ ভাবে মেনে চলা। বর্তমানে লোকেরা সে মুসলমানকে মৌলবাদী বলে, যে সন্ত্রাসী।

৫. প্রতিটি মুসলিমের সন্ত্রাসী হওয়া উচিত

প্রতিটি মুসলিমের সন্ত্রাসী হওয়া উচিত। সন্ত্রাসী সেই ব্যক্তি যে সন্ত্রাস করে। যে মুহূর্তে একজন ডাকাত পুলিশ দেখে ভীত হয় সে মুহূর্তে পুলিশ ডাকাতের জন্য সন্ত্রাসী বা ভীতি প্রদর্শনকারী। একইভাবে, সমাজের অসামাজিক লোক যেমন চোর, ডাকাত ও ধর্ষণকারীর বিরুদ্ধে প্রতিটি মুসলমানের ভয় প্রদর্শনকারী বা সন্ত্রাসী হওয়া উচিত। যখনই এরকম কোন অসামাজিক লোক একজন মুসলমানকে দেখবে, তখনই সে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে এটা সত্য যে, সন্ত্রাসী শব্দটি তার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যে সকলের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করে। কিন্তু একজন সত্যিকারের মুসলমান অন্যান্য সাধারণ মানুষের জন্য নয়, শুধুমাত্র খারাপ মানুষ ও কিছুসংখ্যক অসামাজিক লোকের জন্য 'সন্ত্রাসী' হবে। বাস্তবে, নিরীহ মানুষের জন্য একজন মুসলিম হবে শান্তির উৎস।

৬. একই কাজের জন্য একজন মানুষের বিভিন্ন নামকরণ করা হয়, যেমন 'সন্ত্রাসী' ও 'দেশ প্রেমিক'।

বৃটিশ শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভের আগে, স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদেরকে বৃটিশ শাসকরা সন্ত্রাসী চিহ্নিত করেছিল। সেই একই যোদ্ধাদেরকে ভারতীয়রা দেশপ্রেমিক হিসেবে আখ্যায়িত করল। এভাবে একই মানুষের ক্ষেত্রে একই কাজের জন্য তাদের ভিন্ন নামকরণ হয়। একজন যখন তাকে সন্ত্রাসী বলে অন্যজন তখন তাকে দেশপ্রেমিক আখ্যায়িত করে। যারা বিশ্বাস করেছিল যে, ব্রিটেনের ভারত শাসনের অধিকার আছে তারা ঐসব স্বাধীনতাকামীদেরকে সন্ত্রাসী বলেছে।

www.amarboi.org

অপরদিকে, যারা বিশ্বাস করেছিল যে ব্রিটেনের ভারত শাসনের অধিকার নেই, তারা এদেরকে স্বাধীনতাকামী যোদ্ধা এবং দেশ প্রেমিক আখ্যায়িত করে।

কোন ব্যক্তির বিচারের আগে তার উপযুক্ত শুনানী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উভয়পক্ষের যুক্তি শোনা উচিত, পরিস্থিতি ও পর্যবেক্ষন প্রয়োজন এবং তার ইচ্ছাকে বিবেচনা করা উচিত।

৭. ইসলাম মানে শান্তি

ইসলাম শব্দটি 'সালাম' শব্দ থেকে উৎসরিত হয়েছে। এর অর্থ শান্তি। এটি শান্তির ধর্ম। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার মূলনীতি শিক্ষা দেয়।

তাই প্রতিটি মুসলমানের মৌলবাদী হওয়া উচিত। সে শান্তির ধর্ম ইসলামের মৌলিক নীতি অনুসরণ করে চলবে। সে সমাজে ন্যায় বিচার ও শান্তি বজায় রাখার জন্য শুধুমাত্র অসামাজিক লোকের প্রতি সন্ত্রাসী হবে।

www.amarboi.org

৬ষ্ঠ প্রশ্ন

নিরামিশ জাতীয় খাদ্য খাওয়া

প্রশ্ন ঃ পশু-পাখি হত্যা করা নির্দয় কাজ। তাহলে মুসলমানরা কেন আমিষ জাতীয় খাবার খায় ?

উত্তর ঃ নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ বিশ্বের একটি আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। অনেকে এটাকে পশুর অধিকার হিসেবে আখ্যায়িত করেন। অনেক লাক গোশত সহ অন্যান্য আমিষ খাবারকে পশুর অধিকারের লংঘন হিসেবে অভিহিত করেন।

ইসলাম সকল জীবের প্রতি ক্ষমা ও সহানুভূতি প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছে। একই সময়ে আল্লাহ্ মানবজাতির কল্যাণের জন্য গোটা বিশ্ব, আশ্চর্যজনক উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলকে সৃষ্টি করেছেন, ইসলাম তারও সদ্ব্যবহারের চিন্তা করে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ আমানত ও নেয়ামতকে ন্যায় সঙ্গত ভাবে ভোগ করা মানুষের দায়িত্ব। আসুন, আমরা এ যুক্তির অন্যান্য দিকগুলোও বিবেচনা করবো।

১. একজন মুসলিম পুরোপুরি নিরামিষভোজী হতে পারে

একজন মুসলমান পুরোপুরি নিরামিষভোজী হয়েও ভাল মুসলমান হতে পারে। একজন মুসলমানের জন্য আমিষভোজী হওয়া জরুরী নয়।

২. কোরআন মুসলমানদের আমিষ খেতে অনুমতি দেয়

কোরআন মুসলমানকে আমিষ খাওয়ার অনুমতি দেয়। কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো এর উপযুক্ত প্রমাণ:"মুমিনগণ তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে; যা তোমাদের কাছে বিবৃত হবে তা ব্যতীত।" (আল-কোরআন ৫ঃ১)

"চতুষ্পদ জন্তুকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। এতে তোমাদের জন্য শীত বস্ত্রের উপকরণ আছে, আরও অনেক উপকার রয়েছে এবং কিছুসংখ্যককে তোমরা আহার্যে পরিণত করে থাকো।" (আল কোআন ১৬ঃ৫)

"এবং তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে তাদের পেটের বস্তু থেকে পান করাই এবং

www.amarboi.org

তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে প্রচুর উপকারিতা আছে। তোমরা তাদের কিছুর গোশত ভক্ষণ কর।" (আল কোরআন ২৩:২১)।

৩. গোশত পুষ্টিকর এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ :

আমিষ জাতীয় খাদ্য উপযুক্ত প্রোটিনের চমৎকার উৎস এতে পুরোপুরিভাবে দেহের প্রয়োজনীয় প্রোটিন অর্থাৎ ৮টি এ মাইনো এসিড আছে যা দেহ ভাঙ্গতে পার না। বরং খাদ্য দ্বারা তা সরবরাহকৃত হতে হয়। গোশতের মধ্যে আয়রন, ভিটামিন B এবং নিয়াসিন আছে।

৪. মানুষের সর্বভূক দাঁত আছে

আপনি যদি নিরামিষভোজী প্রাণী যেমন গরু, ছাগল ও ভেড়ার দাঁত পর্যবেক্ষণ করেন, তাহলে, আপনি তাদের সবার দাঁতের মধ্যে হৃদয়গ্রাহী মিল খুঁজে পাবেন। এসব পশুর ১ সেট সমতল দাঁত আছে যা নিরামিষ তথা সবজি খাবারের উপযোগী। আপনি যদি মাংসাশী প্রাণী যেমন সিংহ, বাঘ বা চিতাবাঘের দাঁত পর্যবেক্ষণ করেন, তাহলে আপনি তাদের এক গুচ্ছ ছুঁচালো দাঁত দেখতে পাবেন যা মাংসাশী তথা আমিষ খাদ্যের উপযোগী। আপনি যদি মানুষের দাঁত পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে, আপনি তাদের সমতল দাঁত ও ছুঁচালো উভয় প্রকার দাঁতই দেখতে পাবেন। এভাবে তাদের সবজি খাবার এবং মাংসাশী খাবার উভয়ের জন্যই উপযুক্ত সর্বভূক দাঁত আছে। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, যদি আল্লাহ চান মানুষ শুধু সবজিই খাবে, তাহলে, কেন তিনি আমাদের ছুঁচালো দাঁত দিয়েছেন? এটা খুবই যুক্তিসংগত যে, তিনি আমাদের জন্য নিরামিষ এবং আমিষ এই উভয় প্রকার খাদ্যের প্রয়োজন নির্ধারিত করেছেন।

মানব জাতি নিরামিষ এবং আমিষ উভয়ই হজম করতে পারে

নিরামিষ ভোজী প্রাণীদের পরিপাকতন্ত্র শুধুমাত্র সবজি হজম করতে পারে। মাংসাশী প্রাণীর পরিপাকতন্ত্র শুধুমাত্র গোশত হজম করতে পারে। কিন্তু মানবজাতির পরিপাকতন্ত্র আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার খাদ্যই হজম করতে পারে। যদি আল্লাহ চান যে, আমরা শুধু নিরামিষ খাই, তাহলে কেন তিনি আমাদের আমিষ ও নিরামিষের জন্য পরিপাকতন্ত্র দিয়েছেন?

www.amarboi.org

৬. হিন্দু ধর্মগ্রন্থ আমিষ জাতীয় খাদ্য অনুমোদন করে

ক. অনেক হিন্দু আছে, যারা কঠোরভাবে নিরামিষভোজী। তারা চিন্তা করে, আমিষ জাতীয় খাদ্য তাদের ধর্ম বিরোধী। কিন্তু বাস্তব সত্য এটা যে, হিন্দু ধর্মগ্রন্থ গোশত খাওয়া অনুমোদন করে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ হিন্দু ঋষি ও সন্ন্যাসীদের আমিষ খাওয়ার কথা উল্লেখ করেছে।

খ. হিন্দু নীতি শাস্ত্র মনুস্মৃতির ৫নং অধ্যায়ের ৩০ নং শ্লোকে আছে "যা খাওয়ার জন্য সৃষ্টি হয়েছে তার গোশত খাওয়া খারাপ কিছু নয়, এমন কি সে যদি দিনের পর দিনও খায়, কেননা, ঈশ্বরই কাউকে ভক্ষণকারী ও কাউকে ভক্ষণকৃত হওয়ার জন্য বানিয়েছেন।"

গ. মনুস্মৃতির অধ্যায় ৫-এর ৩১নং শ্লোকে আছে ঃ

"গোশত খাওয়া উৎসর্গের অধিকার, ঐতিহ্যগতভাবে তা ঈশ্বরের বিধান হিসেবে পরিচিত।"

ঘ. মনুস্মৃতির অধ্যায় নং ৫-এর ৩৯ ও ৪০ শ্লোকে বলা হয়েছে, 'ঈশ্বর নিজেই উৎসর্গকারী প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। তাই উৎসর্গের জন্য হত্যাকে হত্যাকান্ড বলা হয় না।"

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব ৮৮নং অধ্যায়--এ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং পিতামহ বিশ্বের মধ্যকার আলোচনায় শ্রাদ্ধতে (মৃতের কুলখানি) করার জন্য কি ধরনের খাদ্য সরবরাহ করা উচিত তার উল্লেখ আছে। অনুচ্ছেদটি নীচে বর্ণিত হল ঃ

"যুধিষ্ঠির বললেন, "হে পরাক্রমশালী আমাকে বলে দাও, কোন্ জিনিস পূর্বপুরুষদেরকে উৎসর্গ করলে তা অক্ষয় থাকবে? কোন্ সম্পদ দান করলে তা চিরদিন অক্ষয় থাকবে? কোন্ জিনিস উপহার দিলে তা চিরন্তন হয়ে থাকবে?

বিশ্ব জবাবে বলল, হে যুধিষ্ঠির শোন, শ্রাদ্ধ (কুলখানি) অনুষ্ঠানের রীতিনীতির উপযোগী যে জিনিস উপহার দেয়া উচিত, তার মধ্যে ফল ফলাদি আছে। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে তিল, চাউল, বার্লি, পানি, মাস কলাই, শিঁকড় এবং ফল উপহার দিলে মৃত পূর্বসূরীরা ১মাস খুশী থাকে। আর মাছ দিলে খুশী থাকে ২ মাস, খাসীর গোশত দিলে ৩ মাস, খরগোশের গোশত দিলে ৪ মাস, ছাগলের গোশত দিলে ৫ মাস, শূকরের গোশত দিলে ৬ মাস এবং পাখীর গোশত দিলে ৭ মাস খুশী থাকে। প্রিসাটা নামক হরিণের যে গোশত

www.amarboi.org

খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়, তা দিলে ৮ মাস, রুরু নামক পশুর গোশত দিলে ৯ মাস, Gavaya নামক পশুর গোশত দিলে ১০ মাস, মহিষের গোশত দিলে ১১ মাস, গরুর গোশত দিলে ১২ মাস, ঘি মিশ্রিত পায়েস দিলে গরুর গোশতের মত ১২ মাস এবং বড় ষাঁড়ের গোশত দিলে ১২ মাস খুশী থাকে। মৃত পূর্ব পুরুষদের চান্দ্র বার্ষিকীতে গণ্ডারের গোশত দিলে তা অক্ষয় থাকে। বাগানের কালাসকা নামক শাক-সব্জি, কাঞ্চণ ফুলের পাপড়ি এবং লাল ছাগলের গোশত দিলে তা অক্ষয় থাকে।

তুমি যদি তোমার পূর্ব পুরুষকে চিরদিনের জন্য সন্তুষ্ট রাখতে চাও তাহলে তুমি তাদের জন্য লাল ছাগলের গোশত উৎসর্গ করতে পার।

৭. হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত

যদিও হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ তার অনুসারীদেরকে আমিষ খাদ্যের অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু জৈনধর্মের মত অন্য ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করেছিল।

৮. এমন কি উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে

নির্দিষ্ট কিছু ধর্মের অনুসারী নিরামিষকেই খাদ্য বিধি হিসেবে গ্রহণ করেছে। কারণ তারা জীব হত্যার বিরোধী। যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রাণী হত্যা করা ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে আমি উক্ত পদ্ধতি গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি হতে রাজী আছি। অতীতে মানুষের ধারণা ছিল যে, উদ্ভিদ প্রাণহীন। বর্তমানে এটা সার্বজনীন সত্য যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে। তাই খাঁটি নিরামিষভোজী হয়েও জীব হত্যা না করার যুক্তি যথার্থ নয়।

৯. এমন কি উদ্ভিদের ব্যাথার অনুভূতি আছে

তারা আরও যুক্তি দেয় যে, উদ্ভিদের ব্যাথার অনুভূতি নেই। তাই প্রাণী হত্যার চেয়ে উদ্ভিদ হত্যা কম অপরাধ। আজ বিজ্ঞান বলছে যে উদ্ভিদেরও ব্যথার অনুভূতি আছে। কিন্তু মানবজাতি তাদের কান্না শুনতে পায়না। কেননা, শব্দের শ্রবণযোগ্য পরিসর বা পরিধি হল ২০ হার্টজ থেকে ২০ হাজার হার্টজ। যে শব্দ উক্ত পরিসর থেকে কম বা বেশী,মানুষের পক্ষে তা শুনা সম্ভব নয়। কুকুর ৪০ হাজার হার্টজ পর্যন্ত শুনতে পায়। নিঃশব্দ ডগ-হুইশালের ফ্রিকুয়েন্সী হল ২০ হাজার হার্টজের বেশী এবং ৪০ হাজারের কম। এ হুইশাল গুলোর শব্দ কুকুর ছাড়া কোন মানুষ শুনতে পায় না। কুকুর নিজ মনিবের হুইশাল বুঝতে পেরে তার কাছে আসে।

www.amarboi.org

আমেরিকার একজন কৃষক একটি যন্ত্র আবিষ্কার করে এবং উদ্ভিদের কান্নাকে মানুষের শোনার উপযুক্ত করার লক্ষে গবেষণা চালায়। সে পানির জন্য উদ্ভিদের কান্না সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে সক্ষম হয়েছিল। সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত যে, উদ্ভিদ সুখ এবং দুঃখ দুটোই অনুভব করতে পারে এবং কাঁদতেও পারে।

১০. দুটো কম বোধশক্তি বিশিষ্ট প্রাণীহত্যা কম অপরাধ নয়

একবার এক নিরামিষভোজী তার স্বপক্ষে এই যুক্তি প্রদর্শন করে যে, প্রাণীর যেখানে ৫টি অনুভূতি শক্তি আছে, উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তা মাত্র ২-৩টা। তাই প্রাণীহত্যার চেয়ে উদ্ভিদ হত্যা কম অপরাধ। ধরা যাক, জন্মগতভাবে আপনার বোবা ও বধির ভাইটির অন্যান্য মানুষের তুলনায় দুটো বোধ শক্তি কম আছে। সে বড় হওয়ার পর তাকে কেউ মেরে ফেলল। আপনি কি আপনার ২টি কম অনুভূতি সম্পন্ন ভাইয়ের জন্য বিচারককে বলবেন যে, খুনীকে যেন অল্প শাস্তি দেয়? বরং আপনি এটাই বলবেন যে, সে একজন নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করেছে তাই বিচারক যেন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। এমনকি কোরআনও বলেছে,

"হে মানবমন্ডলী, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু সামগ্রী খাও।' (আল কোরআন ২ঃ১৬৮)

১১. গবাদি পশুর সংখ্যাবৃদ্ধি

যদি মানবজাতি নিরামিষভোজী হত, তাহলে বিশ্বে গবাদি পশুর সংখ্যা বেড়ে যেত। কারণ, তাদের জন্ম বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সর্বজ্ঞানী আল্লাহ জানেন, কিভাবে তার সৃষ্টি জগতের ভারসাম্য রক্ষা করা যায়।

তাই তিনি আমাদেরকে গবাদি পশু খাওয়ার অনুমতি দেয়ায় আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

১২. সবাই আমিষভোজী না হওয়ায় গোশতের মূল্য যুক্তিসংগত

কিছু লোক খাঁটি নিরামিষভোজী হলে তাতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু আমিষভোজীদেরকে নির্দয় বলে নিন্দা করা তাদের উচিত নয়। বাস্তবে যদি সকল ভারতবাসী আমিষভোজী হত, তাহলে গোশতের দাম বেড়ে যেত এবং বর্তমান আমিষভোজীরা ক্ষতিগ্রস্ত হত।

www.amarboi.org

৭ম প্রশ্ন

ইসলামী পদ্ধতিতে পশু জবাই বাহ্যত নিষ্ঠুর মনে হয়

প্রশ্ন ঃ কেন মুসলমানরা অত্যাচার, মন্থরগতি এবং যন্ত্রণা দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে পশু জবাই করে?

উত্তর ঃ বহুলোক ইসলামের যবেহ পদ্ধতির সমালোচনা করে। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করলে বুঝা যাবে যে, জবেহ পদ্ধতি শুধু মানবিক নয়, বৈজ্ঞানিক দিক থেকেও উত্তম।

১. ইসলামী পদ্ধতিতে পশু জবেহ

'যাক্কাইতুম' একটি ক্রিয়া যা 'যাকাহ' ধাতু থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এর সকর্মক ক্রিয়া হচ্ছে তাজকিয়াহ' যার অর্থ বিশুদ্ধকরণ। ইসলামের দৃষ্টিতে পশু জবেহর জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচ্য।

ক. ধারালো অস্ত্র (ছুরি) দিয়ে জবেহ করতে হবে ঃ

পশুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে দ্রুত জবেহ করতে হবে। তাহলে, জবেহকৃত পশুর কষ্ট কম হবে।

খ. শ্বাসনালী, কণ্ঠ ও ঘাড়ের রক্তনালী কেটে ফেলতে হবে

'জবেহ' একটি আরবী শব্দ, যার অর্থ 'হত্যা করা'। জবেহ করা হয় কণ্ঠ, শ্বাসনালী এবং ঘাড়ের রক্তনালী কেটে। মেরুদন্ড কেটে প্রাণীহত্যা করা হয়না।

১. রক্ত প্রবাহিত করা উচিত

মাথা কাটার পূর্বে রক্ত প্রবাহিত করতে হবে। রক্ত প্রবাহের উদ্দেশ্য হল এরা ক্ষুদ্র জীবানুর ভার উৎপাদন কেন্দ্র। মেরুদণ্ড কাটা উচিত নয়। কারণ, এর ফলে হৃদযন্ত্রের ধমনী ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে নালীতে রক্ত চলাচল আটকে যেতে পারে।

www.amarboi.org

২. রক্ত ব্যাকটেরিয়া এবং জীবাণুর ভাল মাধ্যম

জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া ও বিষ (জীব ও উদ্ভিদদেহে) ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য রক্ত ভাল মাধ্যম। তাই ইসলামের জবেহ পদ্ধতিই অধিক স্বাস্থ্যকর। কারণ, রক্তে যে জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া ও বিষ ইত্যাদি থাকে, তা দূরীভূত হয়, সেগুলো বিভিন্ন রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী।

৩. গোশত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত টাট্‌কা থাকে

অন্যান্য জবেহ পদ্ধতির তুলনায় ইসলামী পদ্ধতিতে জবেহকৃত পশুর গোশত দীর্ঘসময় টাট্‌কা থাকে। কারণ, তাতে রক্ত থাকে না।

৪. প্রাণী যন্ত্রণা অনুভব করে না

ঘাড়ের রক্তণালী কাটার ফলে তা মস্তিস্কে যন্ত্রণা সৃষ্টিকারী ধমনীর রক্ত প্রবাহ ছিন্ন করে। ফলে প্রাণী ব্যথা অনুভব করে না। জবেহর জন্য পশুকে শোয়ানো হলে তার সংগ্রাম, মোচড়, কম্পন, লাথি ব্যথার জন্য নয় বরং মাংসপেশী সংকোচন ও প্রসারের ফলে এবং দেহ থেকে রক্ত প্রবাহের কারণে হয়ে থাকে।

www.amarboi.org

৮ম প্রশ্ন

আমিষ জাতীয় খাবার মুসলমানকে হিংস্র করে তোলে

প্রশ্ন ঃ বিজ্ঞানে বলে, মানুষ যা খায় চরিত্রের উপর এর প্রভাব পড়ে। যেহেতু গোশত মানুষকে হিংস্র করে তোলে, তাহলে, ইসলাম কেন মুসলমানদের আমিষ খাওয়ার অনুমতি দেয় ?

উত্তর ঃ ১. শুধুমাত্র তৃণভোজী প্রাণী খাওয়াই জায়েয

একজন মানুষ যা খায়, তা তার চরিত্রের উপর প্রভাব ফেলে, একথার সাথে আমি একমত। এ কারণেই ইসলাম মাংসাশী প্রাণী যেমন সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘ ইত্যাদি হিংস্র প্রাণী খেতে নিষেধ করেছে। এসব হিংস্র প্রাণীর গোস্ত খেলে স্বভাবতই তা তার চরিত্রের উপর প্রভাব ফেলবে। ইসলাম শুধুমাত্র তৃণভোজী প্রাণী গরু, ছাগল, ভেড়া, ইত্যাদি শান্ত ও নিরীহ প্রাণী খাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। মুসলমানরা শান্ত ও নিরীহ প্রাণী খায়। কারণ, তারা শান্তিপ্রিয় এবং সহিষ্ণু।

২. কোরআন বলেছে, মহানবী (সা) খারাপ জিনিসটাকেই নিষেধ করেছেন। কোরআন বলেছে ঃ

"তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে। তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তু সমূহ।" (আল কোরআন ৭ঃ১৫৭)

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" (আল কোরআন ৫৯ঃ৭)

একজন মুসলমানের জন্য মহানবী (সা)- এর বিবৃতিই যথেষ্ট যে, আল্লাহ কিছু গোশ্তকে হালাল করেছেন আর কিছুকে করেছেন হারাম।

www.amarboi.org

৩. মুহাম্মদ (স)-এর হাদীস মাংসাশীপ্রাণী খাওয়া নিষেধ করেছে ঃ

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত সহীহ্ হাদীসে, বিশেষ করে ইবনে আব্বাস থেকে মুসলিম শরীফের 'শিকার ও জবেহ্' অধ্যায়ে ৪৭৫২নং হাদীসে, ইবনে মাজাহর ১৩নং অধ্যায়ে ৩২৩২ ও ৩২৩৪ নং হাদীসে মহানবী (স) নিম্নোক্ত খাবারগুলোকে হারাম করেছেন।

(ক) শ্বাদন্ত দাঁত বিশিষ্ট বন্য প্রাণী, যেমন মাংসাশী প্রাণী খাওয়া। এসব পশু বিড়াল প্রজাতীয় যেমন সিংহ, বাঘ, বিড়াল, কুকুর, নেকড়ে বাঘ, হায়েনা ইত্যাদি।

(খ) তীক্ষ্নদাঁত বিশিষ্ট প্রাণী, যেমন ইঁদুর,নখবিশিষ্ট খরগোশ ইত্যাদি।

(গ) সরীসৃপ প্রাণী, যেমন সাপ, কুমির ইত্যাদি

(ঘ) লম্বা নখবিশিষ্ট শিকারী পাখি, যেমন শকুন, ঈগল, কাক, পেঁচা ইত্যাদি।

আমিষভোজন মানুষকে অসহিষ্ণু করে এরকম কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।

www.amarboi.org

৯ম প্রশ্ন

মুসলিম কা'বা শরীফের পূজা করে

প্রশ্ন ঃ ইসলাম মূর্তি পূজার বিরোধী। তাহলে মুসলিমরা কেন নামাযে কা'বার দিকে মুখ করে নতজানু হয়ে এর পূজা করে?

উত্তর ঃ কা'বা হচ্ছে কিব্‌লা। অর্থাৎ মুসলমানরা সেদিকে ফিরে নামায পড়ে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা যে, যদিও মুসলমানরা কা'বার দিকে মুখ করে নামায আদায় করে। তার মানে এ নয় যে তারা কা'বার পূজা করে। মুসলমানরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করে এবং তার সামনেই মাথা নত করে।

সূরা আল বাকারাতে বলা হয়েছে ঃ "নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব, যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদে হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর।" (আল কোরআন ২ঃ১৪৪)

১. ইসলাম ঐক্য প্রদর্শনে বিশ্বাসী

ধরা যাক, যদি মুসলমানরা নামায আদায় করতে চায়, তাহলে এটা অসম্ভব যে, কেউ উত্তর বা কেউ দক্ষিণ দিকে ফিরে আদায় করতে চাইতে পারে। একথা সত্য, আল্লাহর ইবাদাতে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তারা যেখানেই থাকুক না কেন তাদেরকে এক দিকেই অর্থাৎ কেবলার দিকে মুখ করে নামায আদায় করার হুকুম দেয়া হয়েছে। যদি কোন মুসলিম কা'বার পশ্চিমে অবস্থানকারী হয়, তাহলে, তারা পূর্ব দিকে ফিরে নামায পড়বে। একইভাবে, যদি তারা পূর্ব দিকে থাকে তাহলে, পশ্চিম দিকে ফিরে নামায পড়বে।

www.amarboi.org

২. বিশ্ব মানচিত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে কা'বা

মুসলমানরাই প্রথম বিশ্বমানচিত্র অংকন করেছে, তারা প্রথমে উপরের দিককে দক্ষিণ ও নিচের দিককে উত্তরমুখী করে মানচিত্র তৈরি করে এবং কা'বাকে মাঝখানে রাখে। পরবর্তীতে, পাশ্চত্যের মানচিত্র অংকনকারীরা উপরের দিককে উত্তর ও নিচের দিককে দক্ষিণমুখী করে মানচিত্র তৈরি করলেও আলহামদুলিল্লাহ, কা'বা ঘর কেন্দ্রবিন্দুতেই আছে।

৩. কা'বার চতুর্দিকের তওয়াফ এক আল্লাহকেই নির্দেশ করে

মুসলমানরা যখন মসজিদে হারামে যায় তখন তারা কা'বার চতুর্দিকে ধীরে প্রদক্ষিণ করে। এ কাজটি এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও ইবাদাতের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। প্রতিটি বৃত্তের যেমন একটি মধ্যবিন্দু থাকে, তেমনি মুসলমানদের ইবাদাতের যোগ্য এক আল্লাহই বিদ্যমান।

৪. ওমর (রাঃ)-এর হাদীস

ওমর (রাঃ) থেকে হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কে বোখারী শরীফের ২য় খন্ডে 'হজ্জ' অধ্যায়ের ৫৬ অনুচ্ছেদে ৬৭৫নং হাদীসে বর্ণিত, ওমর (রাঃ) বলেন, "আমি জানি তুমি একটি পাথর। তুমি মানুষের উপকার বা অপকার করতে পার না। রাসূলুল্লাহ (স) যদি তোমাকে স্পর্শ না করতেন বা চুমা না খেতেন, তাহলে, আমিও তোমাকে স্পর্শ (চুমা) করতাম না।"

৫. লোকেরা কা'বার উপর দাঁড়িয়ে আযান দিত

নবী (সাঃ)-এর সময়ে লোকেরা কা'বার উপর দাঁড়িয়ে আযান দিত।

যারা প্রশ্ন করে যে, মুসলমানরা কা'বা পূজা করে, তাদেরকে পাল্টা প্রশ্ন করা যায় যে, কোন্ মূর্তি পূজারী মুর্তির উপর দাঁড়ায়?

---

www.amarboi.org

১০ম প্রশ্ন

অমুসলিমের মক্কায় প্রবেশাধিকার নেই

প্রশ্ন ঃ পবিত্র মক্কা ও মদীনায় কেন অসুমলিমদের প্রবেশের অনুমতি নেই?

উত্তর ঃ আইনানুসারে এটা সত্য যে, মক্কা ও মদীনায় অমুসলিমদের প্রবেশ নিষেধ। এই নিষেধাজ্ঞার ব্যাখ্যার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচ্য ঃ

১. ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সকলের প্রবেশাধিকার নেই

আমি একজন ভারতীয় নাগরিক। তাসত্ত্বেও আমিও ক্যান্টনমেন্টের মত কিছু নিষিদ্ধ এলাকায় ঢোকার অনুমতি প্রাপ্ত নই। প্রতিটি দেশে এরকম এলাকা আছে, যেখানে সাধারণ জনগণের প্রবেশাধিকার নেই। শুধু মাত্র যারা সামরিক বাহিনী অথবা প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাথে জড়িত শুধুমাত্র তারাই সেসব এলাকায় প্রবেশ করতে পারে। একইভাবে ইসলামও পুরো বিশ্বের জন্য এবং সকল মানুষের জন্য দ্বীন বা ধর্ম। ইসলামের ক্যান্টনমেন্ট এলাকা হচ্ছে দু'টো পবিত্র শহর, মক্কা ও মদীনা। এখানে শুধুমাত্র যারা ইসলামে বিশ্বাসী এবং ইসলামের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত অর্থাৎ মুসলমানদেরই প্রবেশাধিকার আছে। ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় প্রবেশের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। তাই মক্কা এবং মদীনায়ও অমুসলমানের প্রবেশের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে তাদের আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

২. মক্কা ও মদীনায় প্রবেশের ভিসা

(ক) কোন ব্যক্তির বিদেশে ভ্রমনের জন্য সর্বপ্রথম তাকে ভিসার জন্য দরখাস্ত করতে হয় যা ঐ দেশের প্রবেশপত্র হিসেবে বিবেচিত। প্রতিটি দেশেরই ভিসা ইস্যুর নিজস্ব নিয়মনীতি আছে। যে পর্যন্ত তাদের মাপকাঠি সন্তোষজনক না হবে, সে পর্যন্ত ভিসা ইস্যু করবে না।

(খ) আমেরিকা ভিসা ইস্যুর ক্ষেত্রে সর্বাধিক কঠোর দেশ, বিশেষ করে যখন ৩য় বিশ্বের দেশসমূহের নাগরিকদের ভিসা ইস্যু করা হয়। ভিসা ইস্যুর পূর্বে তাদের অনেক শর্ত ও প্রয়োজন পূরণ করতে হয়।

www.amarboi.org

(গ) যখন আমি সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করি তখন তাদের ইমিগ্রেশন ফর্মে দেখতে পাই "মাদকদ্রব্য চোরাচালানকারীর মৃত্যুদন্ড"। যদি আমি সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করতে চাই, তাহলে আমাকে এ নিয়ম মেনে চলতে হবে, আমি বলতে পারব না যে, মৃত্যুদন্ড একটি বর্বর শাস্তি। যদি আমি তাদের শর্ত পূরণ করি তাহলেই আমি সে দেশের ভিসা পেতে পারি।

(ঘ) কোন ব্যক্তির মক্কা বা মদীনায় প্রবেশ ভিসার প্রথম শর্ত হল, তার এ বিশ্বাস থাকতে হবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" অর্থ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই, এবং মোহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল।"

www.amarboi.org

১১শ প্রশ্ন

শুকরের গোশত নিষিদ্ধ

প্রশ্ন ঃ কেন ইসলামে শুকরের গোশত নিষিদ্ধ ?

উত্তর ঃ সবারই জানা আছে যে, ইসলামে শুকরের গোশত নিষিদ্ধ। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করলে নিষিদ্ধ হওয়ার বেশ কিছু কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে ঃ

১. কোরআনে শুকরের গোশত নিষিদ্ধ

কোরআন ৪ জায়গায় শুকরের গোশত নিষিদ্ধ করেছে। নিম্নের সূরা ও আয়াতে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে ২ঃ১৭৩, ৫ঃ৩, ৬ঃ১৪৫ ও ১৬ঃ১১৫।

" তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের গোশত, যেসব জন্তু আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত হয়।"

—আল কোরআন ৫ ঃ ৩

শুকরের গোশত কেন নিষিদ্ধ তা বুঝার জন্য একজন মুসলমানের জন্য উপরোক্ত আয়াতগুলোই যথেষ্ট।

২. বাইবেলেও শুকরের গোশত নিষিদ্ধ

খৃস্টানরা বাইবেলের বরাত দিয়ে কথা বললে, এ বিষয়ে আকৃষ্ট হতে পারে। বাইবেলের লেবীয় পুস্তকে শুকরের গোশতকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

'আর শুকর তোমাদের পক্ষে অশুচি, কেননা, সে সম্পূর্ণ রূপে দ্বিখন্ড খুরবিশিষ্ট বটে, কিন্তু জাওর কাটেনা। তোমরা তাদের মাংস ভোজন করিওনা, এবং তাহাদের শবও স্পর্শ করিওনা তাহারা তোমাদের পক্ষে অশুচি।' (লেবীয় পুস্তক –১১ঃ৭-৮)

দ্বিতীয় বিবরণে আছে, 'আর শুকর দ্বিখন্ড খুর বিশিষ্ট বটে, কিন্তু হাওর কাটেনা, সে তোমাদের পক্ষে অশুচি, তোমরা তাহাদের মাংস ভোজন করিবেনা, তাহাদের শব স্পর্শও করিবেনা।' (১৪ঃ৮)

বাইবেলের যিশাইয় পুস্তকের ৬৫নং অধ্যায়ের ২-৫নং শ্লোকেও শুকরের গোশত নিষেধ করা হয়েছে।

www.amarboi.org

৩. শুকরের গোশত বিভিন্ন রোগের কারণ

যদি কারণ, যুক্তি ও বিজ্ঞান দ্বারা অমুসলিম ও নাস্তিকদের বুঝানো যায়, তাহলে তারা বুঝবে, শুকরের গোশত কমপক্ষে ৭০টি রোগের কারণ। একজন মানুষের বিভিন্ন কৃমি যেমন গোলকৃমি, বক্র কৃমি, পিনকৃমি ইত্যাদি থাকতে পারে। সবচেয়ে ক্ষতিকর কৃমি হচ্ছে Taenia solium। সাধারণ লোকেরা এটাকে ফিতাকৃমি বলে। এটি অনেক লম্বা ও থাকে অন্ত্রে। এর ডিম রক্তের মাধ্যমে দেহের সব অঙ্গে যেতে পারে। যদি এটা মস্তিষ্কে যায়, তাহলে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। হৃদযন্ত্রে প্রবেশ করলে হার্ট অ্যাটাক, চোখে প্রবেশ করলে অন্ধ এবং কলিজায় প্রবেশ করলে তা ধ্বংস হয়ে যায়। এটা দেহের প্রায় সব অঙ্গকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে। Trichura Tichurasis আরেকটি ক্ষতিকর কৃমি। একটি ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান আছে যে, যদি শুকরের গোশত ভালভাবে রান্না করা হয়, তাহলে এসব ডিম মরে যায়। আমেরিকায় এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে ২৪% লোক Trichura Tihurasis –এ ভোগে। ২২% লোক শুকরের মাংস খুব ভাল করে রান্না করে। এতে প্রমাণিত হয় যে, সাধারণ রান্নার তাপমাত্রায় ডিম মরে না।

৪. শুকরের গোশতে চর্বি বর্ধক উপাদান বেশি থাকে ঃ

শুকরের গোশতে খুব কমই মাংস বর্ধক উপাদান থাকে, বেশি থাকে চর্বি। এসব চর্বি রক্তনালীতে জমে উচ্চ রক্তচাপ ও হার্ট অ্যাটাক সৃষ্টি করে। তাই আশ্চর্যজনক নয় যে, আমেরিকাতে ৫০% –এর বেশি লোক উচ্চ রক্তচাপে ভোগে।

৫. শুকর পৃথিবীর সর্বাধিক নোংরা প্রাণী ঃ

শুকর হল পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে নোংরা প্রাণী। এরা বিষ্ঠা, গোবর ও নোংরা স্থানে বাস করে। আমার জানামতে আল্লাহর সৃষ্টি জগতে এরা সবচেয়ে ভাল ঝাড়ুদার। গ্রামে আধুনিক বাথরুমের ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামবাসীরা খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করে। সেগুলো পরিষ্কার করে নিয়ে যায় শুকররা।

www.amarboi.org

কেউ যুক্তি প্রদর্শন করতে পারে যে, উন্নত দেশ যেমন, অস্ট্রেলিয়াতে ধারণা করা হয় যে, শুকররা পরিষ্কার ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে। এমনকি শূকরের জন্য এসব স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নির্ধারিত।

আপনি তাদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার যতই চেষ্টা করুন না কেন প্রাকৃতিকগতভাবে তারা নোংরা। তারা নিজেদের মলসহ প্রতিবেশীদের মলও খায়।

৬. শুকর সবচেয়ে নির্লজ্জ প্রাণী ঃ

পৃথিবীর বুকে শুকর হল সবচেয়ে নিলর্জ্জ প্রাণী। তারাই একমাত্র প্রাণী, যারা নিজেদের সাথে যৌন মিলনের আহ্বান জানায়। আমেরিকাতে, অধিকাংশ লোক শুকরের মাংস খায়। অনেক সময় নাচের অনুষ্ঠানের পর তারা স্ত্রী বদল করে। যেমন, অনেকে বলে, "তুমি আমার স্ত্রীর সাথে থাক এবং আমি তোমার স্ত্রী সাথে থাকি।" শুকরের গোশত খেলে আপনিও এমন আচরণ করবেন।

---

www.amarboi.org

১২শ প্রশ্ন

প্রশ্ন ঃ ইসলামে কেন মদ সেবন নিষিদ্ধ?

উত্তর ঃ মদ চিরকাল মানব সমাজের কষ্ট ও দুঃখের কারণ। এর ফলে অসংখ্য মানুষের জীবন নাশ এবং গোটা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের চরম দুঃখ-দুর্দশা নেমে এসেছে। মদ সমাজের বহু সমস্যার মূল কারণ। অপরাধ বৃদ্ধির হার, মানসিক অসুখ এবং পারিবারিক ভাংগনের করুণ পরিসংখ্যান মদের ধ্বংসাত্মক শক্তির উত্তম সাক্ষী।

১. কোরআনে মদ নিষিদ্ধ

পবিত্র কোরআনে নিম্নের আয়াতে মদকে নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে ঃ

"হে মুমিনগণ এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ বৈ কিছু নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও।" (আল কোরআন ৫ ঃ ৯০)

২. বাইবেলে মদ নিষিদ্ধ

বাইবেল মদকে নিষিদ্ধ করে বলেছে ঃ

ক. 'দ্রাক্ষারস নিন্দক; সূরা কলহকারিণী, যে তাহাতে ভ্রান্ত হয়, সে জ্ঞানবান নয়।' (হিতোপদেশ ২০ঃ১)

খ. 'দ্রাক্ষারস দ্বারা মদ্যপ হয়োনা।' (Ephesians- ৫ঃ১৮)

৩. মদ অনুভূতির কেন্দ্রকে বাধা দান করে ঃ

মানবজাতির মস্তিষ্কে একটি অনুভূতি কেন্দ্র আছে। এটি মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। ধরা যাক্ পিতামাতা বা বড়দেরকে লক্ষ্য করে কেউ কটুক্তি করে না। যদি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের ডাকে সাড়া দেয়ার দরকার হয়, তাহলে তার অনুভূতি কেন্দ্র তাকে জনসম্মুখে তা করতে বাধা দেয়। সেজন্য সে টয়লেট ব্যবহার করে।

যখন কেউ মদ পান করে, তখন তার অনুভূতি কেন্দ্র বদ্ধ থাকে। ফলে নেশাগ্রস্তব্যক্তি প্রায়ই তার বৈশিষ্ট্য বিরোধী আচরণ করে।

www.amarboi.org

যেমন মদ্যপায়ী ব্যক্তি পিতামাতা সহ অন্যদের সাথে অশোভন ভাষা ব্যবহার করে। সে তার ভুল বুঝতে পারে না। অনেকে আবার পোশাকেও পেশাব করে দেয়। তারা না পারে ভালোভাবে হাঁটতে, না পারে কথা বলতে। তারা খারাপ ব্যবহার করে।

৪. মদপায়ীদের মধ্যে ব্যভিচার, ধর্ষণ, অত্যাচার ও এইড্স রোগ পাওয়া যায় ঃ

১৯৯৬ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের অধীন জাতীয় অপরাধ সার্ভে ব্যুরোর এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দৈনিক ২৭১৩টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। পরিসংখ্যান থেকে আরো জানা যায় যে, অধিকাংশ ধর্ষণকারীই অপরাধ সংঘটনের সময় মাতাল ছিল। এই একই কারণ নির্যাতন নিগ্রহের ক্ষেত্রেও সত্য।

পরিসংখ্যানানুসারে, ৮% আমেরিকান অত্যাচারে লিপ্ত। অর্থাৎ আমেরিকাতে প্রতি ১২ কি ১৩ জনের মধ্যে একজন অত্যাচারে লিপ্ত। প্রায় ক্ষেত্রেই অত্যাচার সংঘটিত হয়েছে একজন বা উভয়ের মাতাল অবস্থায়।

এইড্স এর মত ঘাতক ব্যাধির একটি প্রধান কারণ হল মদপান।

৫. প্রত্যেক মদ্যপায়ী প্রথমে সামাজিক মদ্যপায়ী থাকে।

অনেকে LIQUOR -এর পক্ষে মত প্রকাশ করে। তাদেরকে সামাজিক মদ্যপায়ী বলে। তারা দাবী করে যে, এক বা দুই পেগ মদ পান করলে নিজেদের উপর কন্ট্রোল থাকে এবং তারা কখনও মাতাল হয় না। গবেষণায় জানা গেছে যে, প্রত্যেক মদ্যপায়ী প্রথমে Social drinker হিসেবে মদ্যপান শুরু করে। কোন একজন মদ্যপায়ী একজন বড় মদ্যপায়ী হওয়ার মনোভাব নিয়ে মদপান শুরু করে না। কোন Social drinker এটা বলতে পারবে না যে, আমি গত কয়েক বছর ধরে মদপান করছি, আমার নিজের উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ আছে এবং আমি কখনও মাতলামি করি না।

৬. কোন ব্যক্তি একবার মাতাল হয়ে কোন লজ্জাস্কর কাজ করলে তাকে সারাজীবন লজ্জা পেতে হবে ঃ

ধরা যাক, একজন Social drinker কোন এক সময় তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল এবং মাতাল অবস্থায় সে ধর্ষণ বা অত্যাচার করল। যদি

www.amarboi.org

পরবর্তীতে কাজটা অনুতাপের বিষয় হয়, তাহলেও একজন সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সারাজীবন অপরাধী মনোভাব অনুভব করবে। অপরাধী ও ক্ষতিগ্রস্ত উভয়ের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়।

৭. হাদীসে মদপান নিষিদ্ধ ঃ

মহানবী মোহাম্মদ (স) বলেছেন ঃ

ক. সুনানে ইবনে মাজাহর ৩য় খণ্ডে ৩০ অধ্যায়ের ৩৩৭১ নং হাদীসে আছে, "মদ হচ্ছে সকল মন্দকাজের উৎস এবং সর্বাধিক লজ্জাস্কর মন্দ।"

খ. সুনানে ইবনে মাজাহর ৩য় খন্ডের ৩০ অধ্যায়ের ৩৩৯২ নং হাদীসে আছে, "যা কিছু অধিক পরিমাণে নেশা করে, তা নিষিদ্ধ, এমনকি তা অল্প পরিমাণ হলেও।"

গ. শুধুমাত্র যে মদপান করে সে-ই অভিশপ্ত নয়, বরং যে তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরবরাহ করে সেও আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিশপ্ত। সুনানে ইবনে মাজাহ ৩য় খণ্ড। ৩০ অধ্যায়ের ৩৩৮০ নং হাদীস।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ "মদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ১০ প্রকার মানুষের উপর আল্লাহর অভিশাপ ১। যে মদ সরবরাহ করে, ২। যাকে সরবরাহ করা হয়। ৩। যে পান করে। ৪। যে বহন করে, ৫। যার কাছে বহন করা হয়, ৬। যে পরিবেশন করে, ৭। যে বিক্রি করে, ৮। যে মদের টাকা ব্যবহার করে ৯। যে কিনে এবং ১০। যে অন্য কারোর জন্য তা কিনে।"

৮. মদের সাথে সম্পর্কযুক্ত রোগ ব্যাধি ঃ

মদকে হারাম করার পেছনে বহু বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। বিশ্বের অধিক সংখ্যক মৃত্যুর কারণ হল, মদপান। প্রতিবছর মদের কারণে কোটি কোটি লোক মারা যায়। মদের ক্ষতি সকলেরই জানা। মদের সাথে সম্পর্কযুক্ত রোগ ব্যাধির একটি তালিকা নিম্নরূপ ঃ

১. লিভার সিরোসিস একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাধি।

২. অন্যান্য রোগগুলো হচ্ছে, খাদ্যনালীর ক্যান্সার, মাথা ও ঘাড়ের ক্যান্সার, লিভারের ক্যান্সার (Hepatoma) বৃহদান্ত্রের ক্যান্সার, ইত্যাদি।

www.amarboi.org

৩। খাদ্যনালীর প্রদাহ, পাকস্থলীর প্রদাহ, অগ্নাশয়ের প্রদাহ এবং লিভার প্রদাহ মদ্যপানের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট।

৪। হৃদপিন্ডের মাংসপেশী প্রদাহ, উচ্চরক্ত চাপ, হৃদরোগ, হার্টে রক্ত সঞ্চালনে বিঘ্ন ঘটা ও হৃদপিন্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া প্রচুর মদ্যপানের সাথে সংশ্লিষ্ট।

৫। মস্তিকে রক্তক্ষরণ, খিঁচুনী ও বিভিন্ন ধরনের অবশ রোগ মদ পানের দ্বারা হয়ে থাকে।

৬। হাতপায়ের জ্বালাপোড়া, মগজ শুকিয়ে যাওয়া।

৭। বিভিন্নমুখী উপসর্গমূলক মস্তিকের রোগ (WKS) বর্তমান স্মৃতিভ্রম, অবাস্তব বাচালতা, অতীত স্মৃতি সংরক্ষণ সহ বিভিন্ন পক্ষাঘাত অবস্থা মদ্য পান জনিত কারণে সৃষ্ট ভিটামিন থায়ামিন শূন্যতার কারণে হয়।

৮। বেরিবেরি নামক বিশেষ হৃদরোগ ও স্মৃতিভ্রম যুক্ত চর্মরোগ পেলাগারা মদ্যপদের মধ্যে বেশী হয়ে থাকে।

৯। DELIRIUM TREMENS নামক মস্তিষ্ক বিকৃতি বেশী দেখা যায়। জীবাণু ঘটিত আক্রমনও বেশী হয়। সর্বোচ্চ চিকিৎসা ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে।

১০। বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থিরোগ মাদকাসক্তের ফলে হয়ে থাকে।

১১। ফলিক এসিড শূন্যতার কারণে বিভিন্ন ধরনের রক্তরোগ হয়। পাঁড় মদ্যপদের মধ্যে রক্তশূন্যতা, জন্ডিস, ও চর্বির আধিক্য দেখা যায়।

১২। রক্তের অনুচক্রিকার বিভিন্ন অসুবিধা মদ্যপদের মধ্যে হয়ে থাকে।

১৩। FLAGYL জাতীয় ট্যাবলেট খেলে মদ্যপদের মধ্যে ভীষণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

১৪। জীবাণুঘটিত আক্রমণ মাদকাসক্তদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

১৫। বক্ষব্যাধি মদ্যপদের খুব বেশী হয়। নিউমোনিয়া, ফুসফুসে পুঁজ জমা, শ্বাসকষ্ট জনিত রোগ, ও যক্ষ্মা পরিলক্ষিত হয়।

www.amarboi.org

১৬। মাতলামির সময় মদ্যপ বমি করে। বমি করার কারণে স্নায়বিক প্রক্রিয়া অকেজো হয়ে যায়। ফলে বমি ফুসফুসে প্রবেশ করে নিউমোনিয়া ও পুঁজের সৃষ্টি করে।

১৭। মহিলাদের ক্ষেত্রে মাদকাসক্তি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের দাবী রাখে। তাদের মধ্যে লিভার সিরোসিস বেশী হয়। গর্ভাবস্থায় মদপানের নেশা থাকলে গর্ভস্থ সন্তানের উপর ভীষণ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। একে FOETAL ALCOHOL SYNDROME বলা হয়।

১৮। বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

১৯। একজিমা, টাক, নখ বিকৃত হওয়া, মুখে বিভিন্ন প্রকার ক্ষত মধ্যপদের মাঝে বেশী হয়।

মদ একটি ব্যাধি ঃ

ডাক্তাররা এখন মদকে 'আসক্তি' নয়, বরং রোগ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। মোম্বাই ভিত্তিক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র এক লিফলেটে বলেছে, মদপান একটি ব্যাধি, এটি একমাত্র ব্যাধি যা ঃ

–বোতলে বিক্রি করা হয়;
–পত্রিকা, ম্যাগাজিন, রেডিও বা টেলিভিশনে প্রচার করা হয়;
–এর প্রচার–প্রসারের লাইসেন্স দেয়া হয়;
–সরকারের রাজস্ব তৈরির একটি খাত;
–হাইওয়েতে মারাত্মক মৃত্যু ডেকে আনে;
–পরিবার ধ্বংস করে এবং অপরাধ বৃদ্ধি করে;
–এটি এমন একটি রোগ যাতে কোন জীবাণু বা ভাইরাস নেই।

মদপান ব্যাধি নয়– এটি শয়তানের কারসাজি ঃ

অসীম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ আমাদেরকে শয়তানের প্রলোভন থেকে বেঁচে থাকার আদেশ দিয়েছেন। ইসলামকে বলা হয় 'দ্বীন-উল-ফিতরাহ' বা মানুষের প্রাকৃতিক ধর্ম। এর প্রতিটি আদেশ ব্যক্তির প্রাকৃতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। মদ সমাজ বা ব্যক্তির জন্য এই প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে বিচ্যুতি। যদিও মানুষ সর্বোচ্চ স্তরের প্রাণী কিন্তু এই মদ মানুষকে পশুর নিচের স্তরে নামিয়ে দেয়। তাই ইসলামে মদপান নিষিদ্ধ।

www.amarboi.org

১৩শ প্রশ্ন

সাক্ষীর সমতা

প্রশ্ন ঃ কেন ২ জন মহিলার সাক্ষী ১ জন পুরুষের সাক্ষীর সমান ?

উত্তর ঃ

১. ২ জন মহিলা সাক্ষী সব সময় ১জন পুরুষ সাক্ষীর সমান নয়।

পুরুষ বা মহিলার নামোল্লেখ ব্যতীত সাক্ষীর কথা কমপক্ষে কোরআনের তিনটি সূরায় উল্লেখ আছে ঃ

(ক) যখন উত্তরাধিকারের অসিয়ত করা হয়, সাক্ষী হিসেবে ২জন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। পবিত্র কোরআনের সূরা মায়েদার ১০৬নং আয়াতে বলা হয়েছে

"হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যখন কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন অছিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ধর্মপরায়ণ দু'জনকে সাক্ষী রেখো। তোমরা সফরে থাকলে এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে, তোমরা তোমাদের ছাড়াও দু' ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখো।"

(খ) তালাকের ক্ষেত্রেও ২জন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। আল্লাহ্ কোরআন মজীদে বলেন ঃ

"এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দেবে।" (আল কোরআন ৬৫ঃ২)

(গ) সতী সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে অপবাদের জন্য ৪ জন সাক্ষীর দরকার ঃ

"যারা সতী সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর সপক্ষে ৪জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে ৮০টি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফরমান।"

(আল কোরআন ২৪ঃ৪)

www.amarboi.org

২. কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই ২জন মহিলা সাক্ষী ১জন পুরুষ সাক্ষীর সমান ঃ

এটা সত্য নয় যে, ১জন মহিলা সাক্ষী সর্বদা ১জন পুরুষ সাক্ষীর সমান। এটা ক্ষেত্র বিশেষে সত্য। কোরআনে পুরুষ বা মহিলার নামোল্লেখ ব্যতীত সাক্ষীর কথা ৫টি সূরায় উল্লেখ আছে। কোরআনের একটিমাত্র সূরায় বলা হয়েছে, ২জন মহিলা সাক্ষী ১জন পুরুষ সাক্ষীর সমান। এটি হচ্ছে সূরা বাকারাহ। এটি কোরআনের সবচেয়ে দীর্ঘ সূরা এবং এতে অর্থনৈতিক লেন-দেন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছেঃ

" হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং দু'জন সাক্ষী কর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে৷ যদি ২ জন পুরুষ না হয়, তবে ১জন পুরুষ ও ২জন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর– যাতে ১জন যদি ভুল করে, তবে ১জন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" (আল কোরআন ২ঃ২৮২) কোরআনের এ আয়াতটুকু শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। এরকম ক্ষেত্রে, দুপক্ষের মধ্যে চুক্তির আদেশ দেয়া হয়েছে এবং দু'জন সাক্ষী নিতে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে পুরুষ সাক্ষীকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যদি পুরুষ সাক্ষী পাওয়া না যায়, তাহলে ১জন পুরুষ ও ২জন মহিলা সাক্ষীর আদেশ দেয়া হয়েছে।

ধরা যাক– একজন রোগী কোন একটি নির্দিষ্ট রোগের জন্য অপারেশন করতে চাচ্ছেন। চিকিৎসা চূড়ান্ত করার জন্য সে দু'জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সার্জনের উপদেশ নেয়াকে প্রাধান্য দেবে। যদি সে ২জন সার্জন না পায় তাহলে তার ২য় এখতিয়ার থাকবে ১জন সার্জন ও ২জন সাধারণ MBBS ডাক্তার।

একইভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, ২জন পুরুষ সাক্ষী অগ্রাধিকারযোগ্য। ইসলাম পুরুষদেরকে পরিবারের জন্য উপার্জনকারী হিসেবে বিবেচনা করে। যেহেতু পুরুষের কাঁধেই অর্থনৈতিক দায় দায়িত্ব, তাই তাদেরকেই অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে মহিলাদের তুলনায় অধিক দক্ষ আশা করা হয়। ২য় এখতিয়ার, ১জন পুরুষ সাক্ষী ও ২জন মহিলা সাক্ষী। যেন কোন

www.amarboi.org

১জন মহিলা সাক্ষী ভুল করলে অপরজন তা শুধরে দিতে পারে। কোরআনে 'তাদিল্লা' নামক আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ 'সন্দেহ' বা 'ভুল করা'। অনেকে ভুল করে তা অনুবাদ করে 'ভুলে যাওয়া'। তাই একমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই ২জন মহিলা সাক্ষী ১জন পুরুষ সাক্ষীর সমান করা হয়েছে।

৩. খুনের ক্ষেত্রেও ২জন মহিলা সাক্ষীকে ১জন পুরুষ সাক্ষীর সমান করা হয়েছে।

কিছু আলেম মত প্রকাশ করেছেন যে, খুনের ক্ষেত্রেও মহিলা সাক্ষীর আচরণ নারী সুলভ প্রভাব ফেলতে পারে। সে রকম ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের চেয়ে অধিক ভীত থাকে। তার আবেগজনক অবস্থায় সে সন্দিগ্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই কিছু সংখ্যক ফিকাহবিদের রায় অনুসারে খুনের ক্ষেত্রে ২জন মহিলা সাক্ষী একজন পুরুষ সাক্ষীর সমান। অন্যান্য সকলক্ষেত্রে, একজন মহিলা সাক্ষী একজন পুরুষ সাক্ষীর সমান।

৪. কোরআন স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, একজন মহিলা সাক্ষী একজন পুরুষ সাক্ষীর সমান

কিছু আলেম মনে করেন, সকল ক্ষেত্রেই ২জন মহিলা সাক্ষী ১জন পুরুষ সাক্ষীর সমান– এ নীতি প্রযোজ্য। এটা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সূরা নূরের ৬নং আয়াতে স্পষ্টভাবে একজন মহিলা সাক্ষী ও একজন পুরুষ সাক্ষীর কথা সমানভাবে উল্লেখ আছে ঃ

"এবং যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহর কসম খেয়ে ৪ বার সাক্ষ্য দেবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী।" (আল কোরআন ২৪ঃ৬)

৫. হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য আয়েশা (রাঃ)–এর একক সাক্ষ্যই যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে ঃ

মোহাম্মদ (স)–এর প্রাণপ্রিয়া স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)–এর একমাত্র সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করেই ২,২২০টি নির্ভর যোগ্য হাদীস বর্ণিত আছে। এটাই যথেষ্ট

www.amarboi.org

প্রমাণ যে, একজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। অনেক ফিকাহবিদই মত প্রকাশ করেন যে, রমজানের নতুন চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে একজন মহিলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আশ্চর্যজনক ব্যাপার, ইসলামের একটি খুঁটি- রোযার জন্য একজন মহিলার সাক্ষীই যথেষ্ট। সকল মুসলিম মহিলা ও পুরুষ সকলেই তার স্বাক্ষ্য মেনে নিচ্ছে। কোন কোন ফেকাবিদের মতে, রমজানের প্রথমে একজন সাক্ষী ও রমযানের শেষে দুইজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। পুরুষ বা মহিলার সাক্ষ্যের কারণে কোন পাথর্ক্য সৃষ্টি হয়না।

৬. কিছু কিছু ক্ষেত্রে মহিলা সাক্ষীর অগ্রাধিকার রয়েছে

কিছু ঘটনায় মহিলা সাক্ষীর প্রয়োজন হয়, সেখানে পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ধরা যাক, মহিলাদের মৃত্যুর পরে গোসল দেয়ার ক্ষেত্রে মহিলা সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষ সাক্ষীর এ অসমতা ইসলামে তাদের ভিন্ন লিঙ্গের পার্থক্যের জন্য কিন্তু নয়। বরং ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজে তা তাদের ভিন্ন প্রকৃতি ও ভূমিকার কারণে হয়।

---

www.amarboi.org

১৪শ প্রশ্ন
উত্তরাধিকার

প্রশ্ন ঃ ইসলামে কেন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে মহিলার অংশ পুরুষের অর্ধেক ?

উত্তর ঃ ১. কোরআনে উত্তরাধিকার ঃ

পবিত্র কোরআনে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টনের নিয়মাবলী সুনির্দিষ্টভাবে ও সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

কোরআনের যে সকল আয়াতে উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনা হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

সূরা বাকারাহ, আয়াত ১৮০
সূরা বাকারাহ, আয়াত ২৪০
সূরা নিসা আয়াত ৭-৯
সূরা নিসা, আয়াত ১৯
সূরা নিসা, আয়াত ৩৩ এবং
সূরা মায়েদাহ, আয়াত ১০৬-১০৮

২. আত্মীয়স্বজনের জন্য উত্তরাধিকারের সুনির্দিষ্ট অংশ ঃ

নিকটাত্মীয়ের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টনের কথা কোরআনের ৩টি আয়াতে বিস্তারিত বর্ণিত আছে। আয়াতগুলো হল, সূরা নিসার ১১,১২ এবং ১৭৬। আয়াতগুলোর অনুবাদ নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু'এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক।

মৃতের পিতামাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ৬ ভাগের ১ ভাগ, যদি মৃতের পুত্র সন্তান থাকে। যদি পুত্রসন্তান না থাকে এবং পিতা মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে ৬ ভাগের ১ ভাগ। অতঃপর যদি

www.amarboi.org

মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ৬ ভাগের ১ ভাগ অসিয়তের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ।"

(আল কোরআন ৪ঃ১১-১২)

"মানুষ আপনার নিকট ফতোয়া জানতে চায় অতএব, আপনি বলে দিন আল্লাহ তোমাদিগকে কালালাহ' –এর মীরাস সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ বাতলে দিচ্ছেন; যদি কোন পুরুষ মারা যায় তবে সে পাবে তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ এবং সে যদি নিঃসন্তান হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। দুই বোন থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ। পক্ষান্তরে, যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে, তবে একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর সমান। তোমরা বিভ্রান্ত হবে বলে আল্লাহ তোমাদিগকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত।" (আল কোরআন ৪ঃ১৭৬)

৩. মেয়েরাও কখনও কখনও একটা ছেলের সমান বা তার চেয়ে বেশি সম্পত্তি পায় ঃ

অধিকাংশ ক্ষেত্রে, একজন মহিলা একজন পুরুষের চেয়ে অর্ধেক সম্পত্তি পায়। যাহোক, এটা সব সময় ঘটে না। যদি মৃত ব্যক্তি কোন বংশধর রেখে না যায় এবং তার বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন থাকে, তাহলে তারা ছয় ভাগের ১ ভাগ সম্পত্তি পাবে।

যদি মৃতের ছেলেমেয়ে থাকে, তাহলে পিতামাতা সমান অংশ পাবে অর্থাৎ প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। কিছু ক্ষেত্রে, একজন মহিলা একজন পুরুষের দ্বিগুণ অংশ পেতে পারে। যদি মৃতব্যক্তি মহিলা হয় এবং মৃত্যুর সময় সে কোন ছেলেমেয়ে, ভাই বা বোন রেখে না যায় এবং যদি শুধু মা বাবা ও স্বামী থাকে, তাহলে, স্বামী পাবে সম্পত্তির অর্ধেক, মা পাবে এক তৃতীয়াংশ, বাবা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। এ রকম নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মা বাবার দ্বিগুণ অংশ লাভ করে।

www.amarboi.org

৪. মহিলারা সাধারণত পুরুষদের তুলনায় অর্ধেক সম্পত্তি পায় ঃ

এটা সত্য যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অর্ধেক সম্পত্তি পায়। যেমন নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য ঃ

১. কন্যা যা পাবে তার অর্ধেক ছেলে পায়।

২. যদি মৃতের কোন ছেলেমেয়ে থাকে, তবে স্ত্রী পায় আট ভাগের ১ ভাগ এবং স্বামী ৪ ভাগের ১ ভাগ।

৩. যদি মৃতের ছেলেমেয়ে না থাকে, তবে স্ত্রী পায় ৪ ভাগের ১ ভাগ এবং স্বামী পায় দুই ভাগের ১ ভাগ।

৪. যদি মৃতের কোন বংশধর না থাকে, তবে বোন পাবে ভাইয়ের তুলনায় সম্পত্তির অর্ধেক।

৫. একজন পুরুষ একজন মহিলার চেয়ে দ্বিগুণ সম্পত্তি পায়। কারণ তাকে পরিবারের দায়িত্ব বহন করতে হয়।

ইসলামে অর্থনৈতিক দায়িত্ব পুরুষদের কাঁধে অর্পিত, নারীর উপর নয়। মেয়েদের বিয়ের পূর্বে বাবা বা ভাইয়ের উপর দায়িত্ব থাকে, তার পড়াশোনা, খাওয়া দাওয়া ও কাপড় চোপড়ের। বিয়ের পরে তা অর্পিত হয় স্বামী বা ছেলে সন্তানের উপর। ইসলাম পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পুরুষের কাঁধে অর্থনৈতিক দায়িত্ব দিয়েছে। আর এ কারণেই ইসলাম পুরুষকে সম্পত্তির দ্বিগুণ অংশ দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে ছেলেমেয়ের জন্য (১ ছেলে ও ১ মেয়ে) ১,৫০,০০০ টাকা রেখে গেল। তখন ছেলে পাবে ১ লাখ টাকা এবং মেয়ে পাবে ৫০,০০০ টাকা। ছেলে যে ১ লাখ টাকা পেল সেখান থেকে পরিবারের প্রতি দায়িত্ব স্বরূপ সে পুরোটা বা ধরা যাক, ৮০,০০০ টাকা ব্যয় করবে এবং তার নিজের জন্য ২০,০০০ টাকা রাখতে পারে। অপরপক্ষে, মেয়েটি কারো জন্য এক পয়সাও খরচ করতে বাধ্য নয়। সে তার জন্য পুরোটা রাখতে পারে। তুমি কোন্‌টা পছন্দ করবে? ১ লাখ টাকা পেয়ে ৮০,০০০ টাকা খরচ করা, নাকি ৫০,০০০ টাকা পেয়ে পুরোটা নিজের জন্য রেখে দেয়া?

www.amarboi.org

১৫শ প্রশ্ন

কোরআন কি আল্লাহর বাণী?

প্রঃ কোরআন যে, আল্লাহর বাণী তা আপনি কিভাবে প্রমাণ করবেন?

উত্তর ঃ এ প্রশ্নের উত্তর এ বইতে নেই। বরং পৃথক ভাবে অন্যত্র দেয়া হয়েছে।

১৬শ প্রশ্ন

পরকাল মৃত্যুর পরের জীবন

প্রশ্নঃ আপনি কিভাবে পরকালের জীবনের প্রমাণ করবেন?

উত্তর ঃ

১. অন্ধ বিশ্বাসেব উপর পরকাল বিশ্বাস নির্ভর করে না।

অনেকে অবাক হয়, বিজ্ঞান ও যুক্তির যুগে কিভাবে একজন মানুষ পরকালে বিশ্বাস করে? তাদের ধারণা হল, যে-ই পরকালে বিশ্বাস করে, সে-ই অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই বিশ্বাস করে।

পরকালের প্রতি আমার বিশ্বাস যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

২. পরকাল একটি যৌক্তিক বিশ্বাস ঃ

পবিত্র কোরআনের বৈজ্ঞানিক সত্যতা সহ ১ হাজারের বেশি আয়াত আছে। এ ব্যাপারে আমার রচিত Quran and modern science: compatible incompatible নামক বইটি দেখার অনুরোধ করছি।

পবিত্র কোরআনে এমন অনেক প্রমাণিত সত্য আছে, যা বিগত শতাব্দী গুলোতে আবিষ্কৃত হয়েছে। আর বিজ্ঞান এতটা এগিয়ে নেই যে, কোরআনের প্রতিটি বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করতে পারে।

ধরা যাক, কোরআনের উল্লেখিত ৮০% জিনিস শতকরা ১০০ ভাগ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অবশিষ্ট ২০% সম্পর্কে বিজ্ঞানের ধারাবাহিক কোন বক্তব্য

www.amarboi.org

নেই। বিজ্ঞান এতটা অগ্রসর হয়নি যে, সেগুলোকে প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত করতে পারে। আমরা আমাদের সীমিত জ্ঞান দ্বারা কোরআনের অবশিষ্ট ২০% এর কোন এক ভাগ কিংবা কোন একটি আয়াতকে নিশ্চিত করে ভুল বলতে পারবো না। যখন কোরআনের ৮০% এর শতকরা ১শ ভাগ সত্য ও শুদ্ধ এবং অবশিষ্ট ২০% অপ্রমাণিত হয়নি, তখন যুক্তির দাবী হল, অবশিষ্ট ২০% সত্য ও শুদ্ধ হবে। কোরআনে উল্লেখিত পরকালের বিষয়টি সে ২০%-এর অন্তর্ভুক্ত। আমার যুক্তিতে সেটাও সত্য ও সঠিক।

৩. পরকালে বিশ্বাস ছাড়া শান্তি ও মানুষের মূল্য বুঝা অর্থহীন ঃ

ডাকাতি করা ভাল না খারাপ কাজ ? একজন সাধারণ মানুষ বলবে তা খারাপ কাজ। যে পরকালে বিশ্বাস করে না সে কিভাবে একজন শক্তিশালী ও বড় অপরাধীকে একথা আকৃষ্ট করতে পারবে যে, ডাকাতি একটি খারাপ কাজ ?

ধরে নেই যে, আমি একজন ক্ষমতাধর ও শক্তিশালী অপরাধী। একই সময়ে আমি একজন বুদ্ধিমান ও যুক্তিবাদী ব্যক্তি। আমি বলছি ডাকাতি করা একটি ভাল কাজ। কারণ, তা আমাকে বিলাসী জীবন যাপনের সুযোগ দেয়। তাই ডাকাতি আমার জন্য ভাল। যদি কেউ আমার সামনে ডাকাতি সম্পর্কে একটি ছোট যুক্তিও তুলে ধরে বলে যে, ডাকাতি খারাপ কাজ, তাহলে আমি সঙ্গে সঙ্গে তা বন্ধ করে দেব। মানুষ সাধারণত নিম্নোক্ত যুক্তিসমূহ তুলে ধরে ঃ-

ক. যার সম্পদ ডাকাত নিয়ে যায় সে বিপদের সম্মুখীন হয়ঃ

কেউ বলতে পারে যে, যে ডাকাতি করে, সে বিপদের সম্মুখীন হয়। আমি অবশ্যই একমত যে, যার সম্পদ ডাকাতি করা হল সেটা তার জন্য খারাপ। কিন্তু এটা ডাকাতের জন্য ভাল। যদি আমি ১ হাজার ডলার ডাকাতি করতে পারি, তাহলে আমি 'ফাইভ স্টার' হোটেলে ভাল খেতে পারব।

www.amarboi.org

খ. তুমি যেকোন সময় ধরা পড়তে পারো ঃ

কেউ বলতে পারে যে, একদিন হয়তো বা আমার উপর ডাকাত পড়তে পারে। আমি বলবো, আমার উপর ডাকাত পড়তে পারবে না। কারণ, আমি একজন শক্তিশালী অপরাধী এবং আমার সঙ্গে হাজারটা দেহরক্ষী আছে। আমি যে কাউকে ডাকাতি করতে পারি কিন্তু কেউ আমাকে ডাকাতি করতে পারবেনা। ডাকাতি সাধারণ মানুষের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পেশা হলেও কিন্তু আমার মত প্রভাবশালী লোকের জন্য নয়।

গ. পুলিশ আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারে ঃ

কেউ এটাও বলতে পারে, যদি আপনি ডাকাতি করেন, তাহলে পুলিশ আপনাকে গ্রেপ্তার করবে। পুলিশ আমাকে ধরতে পারবে না। কারণ, আমি পুলিশ ও মন্ত্রীকে টাকা দেই। আমি বিশ্বাস করি, যদি কোন সাধারণ লোক ডাকাতি করে, তাহলে সে গ্রেপ্তার হবে, এটা তার জন্য খারাপ। কিন্তু আমি একজন অসাধারণ প্রভাবশালী অপরাধী। আমাকে যুক্তি দেখান যে, এটা কেন আমার জন্য খারাপ হবে এবং আমি কেন তা বন্ধ করবো ?

ঘ. অর্থ উপার্জনের সহজ উপায় ঃ

অনেকে বলতে পারে, এটি অর্থোপার্জনের সহজ উপায়, কঠিন উপায় নয়। আমি পুর্ণ সম্মতির সাথে বলবো যে, এটা অর্থোপাজনেব সহজ উপায়। একারণেই আমি ডাকাতি করি। যদি মানুষের সামনে কষ্ট করে কিংবা কষ্ট ছাড়া অর্থোপর্জনের সুযোগ থাকে, তাহলে যে কোন যুক্তিবাদী মানুষ এ সহজ উপায়টিকেই বেছে নেবে।

ঙ. এটি মানবতা বিরোধী ঃ

কেউ বলতে পারে যে, এটা মানবতা বিরোধী এবং অন্যান্য মানুষের দিকে তাকিয়ে তা বন্ধ করা উচিত। আমি তখন জিজ্ঞেস করব যে, কে এই 'মানবতা'র নিয়ম লিখেছে? আর আমিই বা তা অনুসরণ করতে যাবো কেন?

এ আইন বা নিয়ম আবেগপ্রবণ ও রাগী লোকদের জন্য ভাল হতে পারে। কিন্তু যেহেতু আমি একজন যুক্তিবাদী মানুষ সেহেতু অন্যান্য মানুষের দিকে তাকালে আমার চলবেনা।

www.amarboi.org

চ. এটি একটি স্বার্থপর কাজ ঃ

অনেকে বলবে যে, ডাকাতি করা একটি স্বার্থপর কাজ। এটা সত্য যে, ডাকাতি একটি স্বার্থপর কাজ। কিন্তু কেন আমি স্বার্থপর হব না? এটা আমাকে আনন্দময় জীবন দান করে।

১. ডাকাতি করাকে খারাপ কাজ হিসেবে মেনে নেয়ার পক্ষে কোন যুক্তি নেই ঃ

ডাকাতি একটি খারাপ কাজ তা প্রমাণের জন্য যে সকল যুক্তি দেখানো হল, সবগুলোই ব্যর্থ। এসব যুক্তি সাধারণ মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট হলেও আমার মত প্রভাবশালী অপরাধীর জন্য নয়। কোন একটি যুক্তিই শক্তিশালী কারণ ছাড়া সমর্থিত নয়। এটা মোটেও আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, এ বিশ্বে অনেক অপরাধী রয়েছে। একইভাবে, ধর্ষণ, ধোঁকাবাজি, ইত্যাদি আমার মত মানুষের কাছে ভাল এবং সেগুলোকে খারাপ বলার মত কোন যুক্তিই আমার কাছে টিকবে না।

২. একজন মুসলিম একজন প্রভাবশালী অপরাধীকে বশ করতে পারে ঃ

ধরা যাক, তুমি বিশ্বে একজন ক্ষমতাশালী ও প্রভাবশালী অপরাধী যার অধীনে পুলিশ ও মন্ত্রী আছে। তোমার হেফাজতের জন্য আছে মিলিটারী। আমি একজন মুসলিম হিসেবে তোমাকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবো যে, এসব খারাপ কাজ। এমনকি আমিও যদি একই যুক্তি পেশ করে বলি যে, ডাকাতি খারাপ জিনিস, তাহলেও সে অপরাধী পূর্বের মতই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে।

আমি একমত যে, অপরাধী যুক্তিবাদী এবং তার সকল যুক্তিগুলো তখনই সত্য হবে যখন সে একজন ক্ষমতাশালী অপরাধী হবে।

৩. প্রতিটি মানুষ ন্যায় বিচার চায় ঃ

প্রতিটি মানুষ ন্যায়বিচার চায়। সে অন্যের জন্য ন্যায়বিচার না চাইলেও নিজের জন্য অবশ্যই চায়। কিছু লোক ক্ষমতার নেশায় পাগল হয়ে অন্যদের

www.amarboi.org

কষ্ট দেয় ও ভোগায়। সেই মানুষটিই নিজের প্রতি সামান্য অন্যায় মেনে নিতে চায় না। কারণ হল, এসব মানুষেরা অন্যদের ভোগান্তির ব্যাপারে সংবেদনশীল নয়। তারা ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তির পূজারী। তারা মনে করে ক্ষমতা ও প্রভাব দ্বারা শুধু অন্যায় অবিচারই করা যায় না, বরং অন্যদেরকেও তাদের প্রতি অন্যায় অবিচার থেকে বিরত রাখবে।

৪. আল্লাহ্ হলেন সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ও ন্যায়বিচারক ঃ

একজন মুসলিম হিসেবে আমি কোন অপরাধীকে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বুঝাতে সক্ষম। (এমর্মে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য) এই আল্লাহ্ তোমার চেয়ে অধিক ক্ষমতার অধিকারী ও ন্যায়বিচারক, পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কারোর প্রাপ্য হক বিন্দু বিসর্গও রাখেন না।" (আল কোরআন - ৪ঃ৪০)

৫. কেন আল্লাহ্ আমাকে শাস্তি দিচ্ছে না?

কোরআন থেকে বৈজ্ঞানিক তথ্য তুলে ধরার পর বিজ্ঞান ও যুক্তিতে বিশ্বাসী অপরাধী আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করবে। তখন কিন্তু সে একটা প্রশ্ন করতে পারে। যদি আল্লাহ্ খুবই শক্তির অধিকারী হন তাহলে তাকে শাস্তি দেননা কেন?

৬. যারা অন্যায় করে তাদের সকলের শাস্তি হওয়া উচিতঃ

সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদা যাই হোকনা কেন, অন্যায়ের কারণে নির্যাতিতরা চায় অত্যাচারীর শাস্তি হোক। প্রত্যেক মানুষই চায় ডাকাত বা ধর্ষণকারীকে উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া হোক। যদিও অধিকাংশ অপরাধী সাজা পায়, কিন্তু অনেকে শাস্তি থেকে মুক্তিও পায়। তারা আনন্দময় ও বিলাসী জীবন যাপন করতে থাকে। যদি শক্তিশালী কোন ব্যক্তির উপর আরো বেশী শক্তিশালী কোন ব্যক্তি অন্যায় করে, তবুও সে চায় যে ঐ অপরাধীরও শাস্তি হোক।

৭. পরকালের জন্য দুনিয়ার জীবন একটি পরীক্ষা ঃ

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

www.amarboi.org

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন– কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

(আল কোরআন ৬৭ঃ২)

৮. হাশরের দিনের চূড়ান্ত ন্যায়বিচার ঃ

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে "প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলাপ্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়। (আল কোরাআন ৩ঃ১৮৫)

হাশরের দিনেই চূড়ান্ত ন্যায়বিচার পাওয়া যাবে। একজন মানুষের মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিন অন্যান্য মানুষের সঙ্গে তাকেও উঠানো হবে। একজন মানুষ দুনিয়াতেই আংশিক শাস্তি পেতে পারে।

চূড়ান্ত শাস্তি বা পুরস্কার একমাত্র কিয়ামতের দিনেই পাওয়া যাবে। সর্বজ্ঞানী আল্লাহ দুনিয়াতেই একজন ডাকাত বা ধর্ষণকারীকে শাস্তি নাও দিতে পারেন। কিন্তু পরকালে তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং শাস্তি পেতে হবে।

৯. মানবিক আইন হিটলারকে কি শাস্তি দেয় ?

হিটলার ত্রাসের রাজত্বকালে কথিত ৬ মিলিয়ন ইহুদীকে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল। যদি পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করত, তাহলে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে তাকে কি শাস্তি দিত? সর্ব্বোচ্চ তারা তাকে গ্যাস চেম্বারে পাঠাতে পারত। কিন্তু সেটা তো শুধু একজন ইহুদী খুনেরই শাস্তি হত। অবশিষ্ট ৫ মিলিয়ন নয়শ নিরানব্বই হাজার, নয়শ নিরানব্বই ইহুদীর খুনের শাস্তি কি হত?

১০. আল্লাহই পারে দোজখের আগুনে হিটলারকে ৬ মিলিয়নের বেশি বার পোড়াতে ঃ

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন. এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শন সমূহের প্রতি যেসব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে আমি তাদেরকে আগুনে

www.amarboi.org

নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আমার আজাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাপরাক্রামশালী, হেকমতের অধিকারী।"

(আল কোরআন ৪ঃ৫৬)

যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তাহলে তিনি পারেন কেয়ামতের দিন হিটলারকে দোজখের আগুনে ৬ মিলিয়ন বার পোড়াতে।

১১. পরকালের বিশ্বাস ছাড়া মানুষের ভাল মন্দ বুঝা যায় না ঃ

সাধারণ অন্যায়কারী সহ প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালী কোন অন্যায়কারীকে পরকালের জ্ঞান ছাড়া মানুষের মূল্য বুঝানো বা ভাল মন্দ প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

www.amarboi.org

১৭শ প্রশ্ন

প্রশ্ন ঃ একই কোরআন অনুসরণ করা সত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ফেরকা ও মাজহাব কেন?

উত্তর ঃ

১. মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ঃ

এটা সত্য যে আজকের মুসলমানরা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। কিন্তু ইসলাম সে বিভক্তিকে সমর্থন করে না।

ইসলাম তার অনুসারীদের মধ্যে ঐক্যে বিশ্বাসী। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (আল কোরআন ৩ ঃ ১০৩)

এই আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর রজ্জু কি? এটা হচ্ছে পবিত্র কোরআন। পবিত্র কোরআনই হচ্ছে আল্লাহর রজ্জু, যাকে প্রত্যেক মুসলিমের শক্ত করে ধরে রাখা উচিত। এই আয়াতের ঐক্যের উপর দ্বিগুণ জোরালো ভাব প্রকাশ করা হয়েছে। "সকলকে শক্ত করে ধরে রাখো" এর সাথে এটাও বলা হয়েছে "তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"

কোরআনে আরও বলা হয়েছে, "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের।" (আল কোরআন ৪ঃ৫৯)

প্রত্যেক মুসলিম কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের অনুসরণ করবে এবং নিজেরা বিভক্ত হবে না।

২. ইসলামকে খন্ড বিখন্ড ও ভাগ করা নিষিদ্ধ ঃ

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খন্ড বিখন্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ তা'আলার নিকট সমর্পিত। অতঃপর তিনি বলে দেবেন যা কিছু তারা করে থাকে।" (আল কোরআন ৬ঃ১৫৯)

www.amarboi.org

এই আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, নিশ্চয়ই তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত, যারা ইসলামকে বিভক্ত করেছে। কিন্তু কেউ যখন একজন মুসলমানকে জিজ্ঞেস করে, "তুমি কে?" সাধারণত উত্তর দেয়া হয় যে, আমি সুন্নী বা শিয়া"। কেউ কেউ বলে আমি হানাফী, শাফী, মালেক বা হাম্বলী। কেউ বলে আমি 'দেওবন্দী বা বেরলবী'।

৩. আমাদের নবী একজন মুসলমান ছিলেন ঃ

এজাতীয় মুসলমানকে কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে, আমাদের মহানবী কে ছিলেন? তিনি কি হানাফী, শাফী, মালেকী বা হাম্বলী ছিলেন, না, তিনি আল্লাহ প্রেরিত অন্যান্য সকল নবী রাসূলের মত একজন মুসলিম ছিলেন?

পবিত্র কোরআনের ৩নং সূরার ৫২নং আয়াতে আছে যে, ঈসা একজন মুসলিম ছিলেন।

কোরআনের ৩নং সূরার ৬৭নং আয়াতে বলা হয়েছে, যে "ইবরাহীম খৃস্টান বা ইহুদী ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন মুসলিম।"

৪. কোরআন বলেছে, নিজেকে মুসলিম পরিচয় দাও ঃ

যদি কেউ কোন মুসলিমকে জিজ্ঞেস করে তুমি কে? তাহলে তার জবাব দেয়া উচিত "আমি একজন মুসলিম, হানাফী বা শাফী নই" সূরা হা-মিম সাজদার ৩৩নং আয়াতে বলা হয়েছে, "যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয় সৎকর্ম করে এবং বলে আমি একজন আজ্ঞাবহ মুসলিম, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার?" (আল কোরআন ৪১ ঃ ৩৩)

কোরআন বলে, "বল আমি একজন আজ্ঞাবহ তথা আমি একজন মুসলিম।"

মহানবী মোহাম্মদ (সাঃ) অমুসলিম রাজা বাদশাহদের কাছে ইসলাম গ্রহনের জন্য চিঠি পাঠিয়েছেন। এসব চিঠিতে তিনি কোরআনের সূরা আল ইমরানের ৬৪ নং আয়াতটি উল্লেখ করতেন ঃ

"বলে দাও যে, সাক্ষী থাক, আমরা তো অনুগত মুসলিম।"

(আল কোরআন ৩ঃ৬৪)

www.amarboi.org

৫. ইসলামের বড় পন্ডিতদের শ্রদ্ধা করা উচিত ঃ

ইসলামের ৪ জন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও ইমাম মালেক (রঃ) সহ ইসলামের সকল বড় বড় পণ্ডিতদের সম্মান করা উচিত। তারা ইসলামের মহান পণ্ডিত ছিলেন এবং আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের জন্য পুরষ্কৃত করুন। কেউ ইমাম আবু হানিফা বা ইমাম শাফেঈ সহ অন্যাদের ইজতিহাদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করলে তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে, তোমার পরিচয় কি? তখন উত্তর দেয়া উচিত, আমি মুসলিম।

কেউ বলতে পারে যে, সুনানে আবু দাউদের ৪৫৭৯ নং হাদীসে নবী করিম (সঃ) বলেছেন,' আমার উম্মাহ ৭৩ ভাগে বিভক্ত হবে।' এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করিম (সাঃ) ৭৩টি শ্রেণীর আবির্ভাব সম্পর্কে পূর্বেই বলে গেছেন। তিনি কিন্তু মুসলমানদেরকে বিচ্ছিন হওয়ার আদেশ দেননি। অন্যদিকে পবিত্র কোরআন আমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত না হওয়ার আদেশ দিয়েছে। যে ব্যক্তি পবিত্র কোরআন ও সহীহ্ হাদীসের শিক্ষা মেনে চলে এবং কোন দল সৃষ্টি না করে সেই সত্য পথে আছে।

তিরমিযির ১৭১নং হাদীস অনুসারে মহানবী মোহাম্মদ (স) বলেছেন, "আমার উম্মত ৭৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত হবে এবং তাদের সবাই দোযখে যাবে শুধুমাত্র এক শ্রেণী ব্যতীত। আল্লাহর নবীকে জিজ্ঞেস করা হল কোন শ্রেণী দোযখে যাবে না। উত্তরে তিনি বললেন, সেটি হচ্ছে আমার ও আমার সাহাবীদের অনুসারী।

পবিত্র কোরআনের কয়েকটি আয়াতে বলা হয়েছে "আল্লাহ ও তার রাসূলকে মেনে চলো" একজন সত্যিকারের মুসলিম শুধুমাত্র কোরআন ও হাদীস মেনে চলবে। কেউ কোন ইমামের মত বা মাজহাব অনুসরণ করতে পারে যদি তা কোরআন ও সহীহ হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। যদি কোরআন ও হাদীসের বিরোধী হয়, তখন সে মতের কোন দাম নেই, তিনি যে ইমামই হোন না কেন।

শুধু মাত্র যদি মুসলমানরা কোরআন বুঝে পড়ে ও হাদীস মেনে চলে, তাহলে 'ইনশাআল্লাহ' মুসলমানদের মধ্যে এসব ভেদাভেদ দূর হবে এবং মুসলিম উম্মাহ আবার ঐক্যবদ্ধ হবে।

---

www.amarboi.org

১৮শ প্রশ্ন

সকল ধর্মই যখন মানুষকে সঠিক পথে চলতে শিক্ষা দেয়, তাহলে কেন শুধু ইসলামের অনুসরণ করতে হবে?

প্রশ্ন ঃ মূলত সকল ধর্মই তার অনুসারীদের ভাল কাজের শিক্ষা দেয়। কেন একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করবে? সে কি অন্য ধর্ম অনুসরণ করতে পারবে না ?

উত্তর ঃ

১. ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো হল ঃ

সকল ধর্ম মানবজাতিকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ করতে নিষেধ করে। কিন্তু ইসলাম এগুলোরও উর্ধ্বে। ইসলাম আমাদেরকে ন্যায়পরায়ণতার বাস্তব দিক নির্দেশ করে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন থেকে খারাপ কাজ দূর করার পথ বাতলায়। ইসলাম মানব প্রকৃতি এবং মানব সমাজের জটিলতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। ইসলাম স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে দিক নির্দেশনা। তাই ইসলামকে ফেতরাতের দীন বা স্বভাব সম্মত দ্বীন বলে।

২. উদাহরণ ঃ ইসলাম আমাদেরকে ডাকাতি পরিহার করার আদেশ দিয়েছে এবং সেই সাথে ডাকাতি পরিহারের পথও বাতলে দিয়েছে।

ক. ইসলাম ডাকাতি পরিহারের পথ বাতলে দিয়েছে ঃ

সকল ধর্মই শিক্ষা দেয় যে, চুরি ডাকাতি একটি খারাপ কাজ। ইসলামও একই শিক্ষা দেয়। তাহলে, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য এখানেই যে, ইসলাম চুরি ডাকাতিকে খারাপ কাজ বলার সাথে সাথে এমন এক সমাজ কাঠামোর বাস্তব পদ্ধতি বাতলায় যেখানে লোকেরা ডাকাতি করেনা।

www.amarboi.org

খ. ইসলাম যাকাতের আদেশ দিয়েছে ঃ

ইসলাম যাকাতের নিয়ম বাতলে দিয়েছে। ইসলামী নীতি অনুসারে যার সম্পদ যাকাতের নিসাব অতিক্রম করে যায় যেমন, ৮০ গ্রামের বেশি সোনা থাকলে প্রতি চন্দ্র বছরে তাকে ২.৫% সম্পদ দান করতে হবে।যদি প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি আন্তরিক ভাবে যাকাত দিত তাহলে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য দূর হয়ে যেত। কোন একজন সাধারণ মানুষও ক্ষুধায় মারা যেত না।

গ. চুরির শাস্তি হিসেবে হাত কেটে দেয়া উচিত ঃ

ইসলাম চুরির অপরাধে চোরের হাত কাটার আদেশ দিয়েছে। পবিত্র কোরআনের সূরা মায়েদায় বলা হয়েছে যে, "পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারী। আল্লাহ পরাক্রান্ত জ্ঞানময়।" (আল কোরআন ৫ঃ৩৮)

অমুসলিমরা বলতে পারে, এই বিংশ শতাব্দীতে হাত কাটা! ইসলাম একটি নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন ধর্ম।"

ঘ. ইসলামী শরীয়াহ কায়েম হলে সঠিক ফল পাওয়া যাবে ঃ

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মধ্যে আমেরিকা একটি উন্নত দেশ। দুর্ভাগ্য যে, এ দেশটি অপরাধ চুরি, ডাকাতি ও রাহাজানিতে শীর্ষে। ধরা যাক, আমেরিকাতে ইসলামী শাসন কায়েম হল এবং প্রতিটি ধনী মানুষ যাকাত দিল। অর্থাৎ প্রতি চান্দ্র বছরে ৮০ গ্রামের উপর সোনা থাকলে ২.৫% যাকাত এবং ধৃত চোরদের হাত কাটা হল। তাহলে, আমেরিকাতে চুরি ডাকাতির সংখ্যা বাড়বে, সমান থাকবে, না কমবে? স্বাভাবিকভাবেই এটা কমবে। উপরন্তু এরকম কঠোরনীতি চোরদেরকে চুরিতে নিরুৎসাহিত করবে।

আমি বিশ্বাস করি যে, আজকের দিনে বিশ্বে যত ভয়ংকর চুরি সংঘটিত হচ্ছে এর কারণে যদি সকল চোরের হাত কেটে দেয়া হয়, তাহলে, পরবর্তীতে হাজার হাজার লোকের মধ্যে ১০ জনের বেশি লোক হাত কেটে

www.amarboi.org

ফেলার জন্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। সাথে সাথে চুরির পরিমাণ অনেক কমে যাবে। চোর চুরি করার আগে ভাল করে চিন্তা করবে। কেবলমাত্র শাস্তির চিন্তাই অধিকাংশ চোরকে চুরি থেকে নিরুৎসাহিত করবে। তখন খুব কম সংখ্যক লোকই ডাকাতি করবে। এর ফলে হয়তোবা অল্প কয়েকজনের হাত কাটা যাবে, কিন্তু মিলিয়ন মিলিয়ন লোক শান্তিতে থাকবে এবং ডাকাতির দুশ্চিন্তায় পেরেশান থাকবেনা। ইসলামী শরীয়াহ খুবই বাস্তব সম্মত ও ভাল ফলাফল দেয়।

৩. উদাহরণস্বরূপ ইসলামে নারীকে ধর্ষণ ও নিপীড়ন নিষিদ্ধ। ইসলাম পর্দার আদেশ দেয় এবং ধৃত অপরাধীর জন্য মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেয়

ক. ইসলাম নিপীড়ন ও ধর্ষণ দূরীকরণের উপায় বাতলে দিয়েছে ঃ

সকল ধর্মেই নারী নিপীড়ন ও ধর্ষণ মহাপাপ। ইসলামও একই শিক্ষা দেয়। তাহলে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? পার্থক্যটা হল, ইসলাম কেবল মাত্র নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং নিপীড়ন ও ধর্ষণকে মারাত্মক অপরাধই গণ্য করেনা বরং এজাতীয় অপরাধের মূল্যোপাটনের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশও দেয়।

খ. পুরুষের জন্য পর্দা ঃ

ইসলামে পর্দার বিধান আছে। পবিত্র কোরআন প্রথমে পুরুষের জন্য ও পরে নারীদের জন্য পর্দার বিধান নাযিল করেছে। নিম্নোক্ত আয়াতে পুরুষের পর্দার কথা বলা হয়েছে ঃ

"মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন।" (আল কোরআন ২৪ঃ৩০)।

যখন কোন পুরুষ কোন নারীর দিকে তাকায় এবং এর ফলে তার মধ্যে কোন কুচিন্তা আসে, সঙ্গে সঙ্গে সে তার দৃষ্টি নত করবে।

www.amarboi.org

গ. কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে মহিলাদের জন্য পর্দার বিধান নাযিল হয়েছে ঃ

"ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীরপুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগিনা------- ব্যতীত অন্য কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে --------। –সূরা আন নূর –৩১

নারীর পর্দার পরিধি হল, তার সারা শরীর ঢাকতে হবে। কেবলমাত্র মুখ ও হাতের কবজা খোলা থাকতে পারবে। ইচ্ছা করলে তারা শরীরের এই অংশগুলোকেও ঢাকতে পারে। অনেক আলেমের মতে মুখ ঢাকতে হবে।

ঘ. আল্লাহ্ যে কারণে নারীর জন্য হিজাব ফরজ করেছেন তা সূরা আহ্যাবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন ঃ 'হে নবী। আপনি আপনার স্ত্রীগণ ও কন্যাগণ এবং মোমেনদের স্ত্রীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। –সূরা আহ্যাব– ৫৯

কোরআন বলছে, নারীর জন্য হিজাবের বিধানের উদ্দেশ্য হল, তারা যে সতী সাধ্বী তা প্রমাণ করা যা তাদেরকে ধর্ষণ ও নির্যাতন থেকে রক্ষা করবে।

ঙ. জমজ বোনের উদাহরণ ঃ

ধরা যাক, সমসুন্দরী যমজ দু'বোন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তাদের একজন ইসলামি হিজাব পরিহিতা। যেমন হাতের কব্জি ও মুখ ব্যতীত সমস্ত দেহ আবৃত। অপরজন পাশ্চাত্যের পোশাক মিনি স্কার্ট ও খাট পোশাক পরিহিতা। রাস্তার মোড়ে গুন্ডা বা দুবৃত্তরা দাঁড়িয়ে আছে উত্যক্ত করার জন্য, তারা তখন কাকে উপহাস করবে? যে ইসলামী হিজাবে আবৃত তাকে, না যে মিনি স্কার্ট পরিহিতা তাকে? তার পোশাকের সৌন্দর্য যতটুকু ঢেকেছে তার

www.amarboi.org

চাইতে বেশী প্রকাশ করেছে যা পরোক্ষভাবে বিপরীত লিঙ্গকে উপহাস, ধর্ষণ ও উৎপীড়নের জন্য আকর্ষণ করে। কোরআন সঠিক বলেছে যে, হিজাব মেয়েদেরকে উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করে।

চ. ধর্ষণকারীর শাস্তি মৃত্যুদন্ড ঃ

ইসলামে ধর্ষণকারীর শাস্তি মৃত্যুদন্ড। অমুসলিমরা বর্তমান যুগে এ ধরনের শাস্তিতে ভয় পেয়ে যায়। অনেকে ইসলামকে বর্বর ও নিষ্ঠুর বলে। আমি শত শত অমুসলিমকে প্রশ্ন করেছি, আল্লাহ না করুন, কেউ আপনার মা বোন বা স্ত্রীকে ধর্ষণ করল, আপনাকে বিচারক নিয়োগ করা হল এবং ধর্ষণকারীকে আপনার সামনে আনা হল। আপনি তার কি শাস্তি দিবেন? তাদের সকলেই বলেছে, "আমরা তাকে মৃত্যুদন্ড দেব।" অনেকে আবার এটাও বলেছে, "আমরা তাকে যন্ত্রণা দেবো যে পর্যন্ত না মরে। "আপনার মা বা স্ত্রীকে ধর্ষণ করলে আপনি তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন। কিন্তু অন্যের মা বা স্ত্রীকে ধর্ষণের কারণে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলে তা হয় বর্বর নীতি। কেন এই দ্বিমুখীতা?

ছ. যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ হারে ধর্ষণ সংঘটিত হয়

ধরা যাক, আমেরিকা বিশ্বের একটি উন্নত দেশ। ১৯৯০ সালে FBI তথা ফেডারেল তদন্ড ব্যুরোর রিপোর্ট অনুসারে ১,০২, ৫৫৫টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এতে আরো বলা হয়েছে, শুধুমাত্র ১৬% ধর্ষণের ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে। তাই ১৯৯০ সালের ধর্ষণের আসল সংখ্যাটি জানার জন্য প্রাপ্ত সংখ্যাকে ৬.২৫ দিয়ে গুণ করতে হবে। তাহলে আমরা মোট সংখ্যাটি পাবো। আর সেটা হল, ৬,৪০,৯৬৮টি। যদি প্রাপ্ত মোট সংখ্যাটিকে ৩৬৫ দিয়ে ভাগ করা হয়, তাহলে আনুমানিক সংখ্যা পাওয়া যায় ১,৭৫৬, যা প্রতিদিন সংঘটিত হয়।

পরবর্তীতে আরেক রিপোর্টে বলা হয়েছে, আমেরিকায় প্রতিদিন আনুমানিক ১৯০০ ধর্ষণ সংঘটিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের অধীন ন্যাশনাল ক্রাইম ভিকটিমাইজেশান সার্ভে ব্যুরো অফ জাষ্টিস- এর পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৯৬ সালে, ৩,০৭,০০০টি ধর্ষণের রির্পোট করা

www.amarboi.org

হয়েছে, তাও ধর্ষণের মাত্র ৩১% রিপোর্ট করা হয়েছিল। একইভাবে ঐ সালে মোট ৩,০৭,০০০× ৩.২২৬ = ৯,৯০,৩২২টি ধর্ষণ সংঘটিত হয়েছিল। তাহলে ১৯৯৬ সালের প্রতিদিন আনুমানিক ২,৭১৩টি ধর্ষণ সংঘটিত হয়েছিল। আমেরিকায় প্রতি ৩২ সেকেণ্ডে ১টি ধর্ষণ হয়ে থাকতে পারে আমেরিকান ধর্ষণ কারীরা দুঃসাহসী। ১৯৯০ সালে FBI -এর রিপোর্ট অনুসারে যতসংখ্যক ধর্ষণ হত, মাত্র ১০% ধর্ষণকারীকে গ্রেপ্তার করা হত। বিচারের আগেই ৫০% আটক ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়া হত। শুধুমাত্র ০.৮% ধর্ষণকারী বিচারের সম্মুখীন হত। অন্য কথায়, যদি কোন ব্যক্তি ১২৫ বার ধর্ষণ করে তাহলে তার শাস্তি হবে মাত্র ১বার। অনেকে এটাকে ভাল জুয়া খেলা মনে করতে পারে। যদিও আমেরিকান আইনে ধর্ষণের শাস্তি ৭ বছরের কারাদণ্ড। কিন্তু রিপোর্টে বলা হয়েছে, যে ৫০% কে বিচারের জন্য নিয়ে আসা হত, তাদেরকে ১ বছরেরও কম কারাদন্ড দেয়া হত। প্রথম ধর্ষণকারীর জন্য বিচারক কিছুটা সদয় হোন। আশ্চর্যের বিষয় ১২৫ বার ধর্ষণের পর ধৃত হয় ১ বার।

জ. ইসলামী শাসন কায়েম হলে ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে ঃ

ধরা যাক, আমেরিকাতে ইসলামী শাসন কায়েম হল। একজন পুরুষ একজন মহিলার দিকে তাকালে তার মনে কোন কুচিন্তা আসলে তৎক্ষনাৎ সে চোখ নামিয়ে নেবে। প্রতিটি মহিলা হাতের কব্জি ও মুখমন্ডল বাদে সমস্ত শরীর ঢেকে রাখবে। এরপরে যদি কোন ধর্ষণ সংঘটিত হয়, তাহলে, তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। প্রশ্ন হল, এতে আমেরিকাতে ধর্ষণের হার বাড়বে না কমবে, না একই থাকবে? আর তা হবে ইসলামী শাসনের সুফল।

৪. মানবজাতির সমস্যার বাস্তব সমাধান ইসলামে আছে ঃ

ইসলাম একটি উত্তম জীবন পদ্ধতি। কারণ, এটি কল্পনার কোন নীতি নয়, বরং মানবজাতির সকল সমস্যার বাস্তব সমাধান। ইসলাম ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ে সুফল বয়ে নিয়ে আসে। ইসলাম একটি বাস্তবধর্মী ও উত্তম জীবন পদ্ধতি ও চিরন্তন সত্য, যা ধর্ম বা জাতীয়তার সীমাবদ্ধ নয়।

www.amarboi.org

১৯শ প্রশ্ন
ইসলাম ও মুসলমানের বাস্তব আমলের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য

প্রশ্ন ঃ ইসলাম যদি সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম হয়, তাহলে অধিকাংশ মুসলমান কেন অসৎ ও অনির্ভরযোগ্য এবং প্রতারণা, ঘুষ খাওয়া ও মাদকাসক্তি সহ ইত্যাদি খারাপ কাজের সাথে জড়িত?

উত্তর ঃ

১. ইসলাম সম্পর্কে প্রচার মাধ্যমের বিভ্রান্তি ঃ

ক. নিঃসন্দেহে ইসলাম সর্বোত্তম ধর্ম। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে ভীতি সৃষ্টিকারী পশ্চিমাদের হাতে মিডিয়া প্রতিনিয়ত জেনে শুনে ইসলামের অপঃপ্রচার করে বেড়াচ্ছে। এগুলো হয় ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ততথ্য পরিবেশন করে, না হয় ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং কোন সময় তিলকে তাল করে দেখায়।

খ. যখন কোন জায়গায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটে, তখনই প্রথমেই কোনরকম প্রমাণ ছাড়াই মুসলমানদেরকে দায়ী করে। খবরের কাগজে তা প্রধান শিরোনামে ফলাও করে ছাপানো হয়। যখন তা অমুসলিমের কাজ বলে প্রমাণিত হয় তখন তা তুচ্ছ খবর হিসেবে ছাপা হয়।

গ. যদি ৫০ বছরের একজন মুসলিম ১৫ বছরের একজন বালিকার সম্মতিক্রমে তাকে বিয়ে করে, তবে তা খবরের কাগজের প্রথম পাতাতে স্থান পায়। কিন্তু যখন ৫০ বছরের একজন অমুসলিম ৬ বছরের একটি বালিকাকে ধর্ষণ করে, তখন তা খবরের কাগজের ভেতরের পাতায় 'সংক্ষিপ্ত খবর' হিসেবে স্থান পায়। প্রতিদিন আমেরিকাতে আনুমানিক ২,৭১৩ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। কিন্তু তা খবরের কাগজে স্থান পায় না। কারণ আমেরিকান সমাজ এ জাতীয় জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

www.amarboi.org

২. প্রতি সম্প্রদায়েই কুলাঙ্গার থাকে

আমি স্বীকার করি যে, কিছু মুসলিম আছে যারা অকৃতজ্ঞ, দায়িত্বহীন ও প্রতারণা করে। কিন্তু প্রচার মাধ্যমে ধারণা দেয়া হয় যে, কেবলমাত্র মুসলমানরাই এ জাতীয় কাজ করে। প্রত্যেক সমাজেই কুলাঙ্গার আছে।

৩. সার্বিকভাবে মুসলমানরাই উত্তম ঃ

মুসলিম সমাজে কুলাঙ্গারের অস্তিত্ব সত্বেও সার্বিকভাবে বিশ্বের মধ্যে মুসলিম সমাজই সর্বোত্তম, আমরাই বিশ্বের সর্ববৃহৎ সমাজ যারা মদ পান করিনা। সামষ্টিকভাবে আমরাই বিশ্বের সর্বাধিক চাঁদা দানকারী সমাজ। বিশ্বে এমন কোন সমাজের অস্তিত্ব দেখা যায় না, যারা মুসলমানদের মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার স্বার্থে একটি মোমবাতিও দান করেনা।

৪. চালক দিয়ে গাড়ীর ভাল মন্দ বিচার করা ঠিক নয় ঃ

যদি কেউ সর্বশেষ মডেলের মার্সিডিস গাড়ী কতটুকু ভাল- তা বিচার করতে চায় এবং গাড়ী চালাতে জানেনা এমন ব্যক্তি যদি গাড়ীর ষ্টিয়ারিং ধরে বসে থাকে, আর সে কারণে গাড়ী না চলে তখন তিনি কাকে দোষারোপ করবেন, গাড়ী, না চালককে? স্বাভাবিকভাবেই চালককেই অভিযুক্ত করবেন। প্রকৃতপক্ষে চালককে নয়, বরং গাড়ীর বৈশিষ্ট্য ও সক্ষমতাকে বিবেচনা করা উচিত। এটি কত দ্রুত চলতে পরে, কি পরিমাণ তেল খরচ হয় এবং এর নিরাপত্তার ব্যবস্থা কেমন- তাই বিবেচনা করা উচিত। তর্কের খাতিরে যদি বলি যে, মুসলমানরা খারাপ তাহলে ইসলামকে এর অনুসারীদের দ্বারাই কেবল বিবেচনা করা উচিত নয়। আপনি যদি জানতে চান যে, ইসলাম কতটুকু ভাল তাহলে এর নির্ভরযোগ্য উৎস দ্বারা একে বিবেচনা করুন। যেমন পবিত্র কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস।

৫. ইসলামকে এর উত্তম অনুসারী–মোহাম্মদ (সঃ) দ্বারা বিচার করুন ঃ

আপনি যদি বাস্তবে দেখতে চান যে, একটি গাড়ী কতটুকু ভাল, তাহলে, একজন দক্ষ ড্রাইভারের হাতে তা ছেড়ে দিন। একইভাবে কেউ যদি জানতে

www.amarboi.org

চায় যে, ইসলাম কতটুকু আদর্শ তাহলে ইসলামের সর্বোত্তম ও দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী অনুসারী আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ (সাঃ)-কে দেখুন। মুসলমান ছাড়াও কিছু সৎ ও পক্ষপাতহীন অমুসলিম ঐতিহাসিক স্বীকার করেন যে, নবী মোহাম্মদ (সাঃ) সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ ছিলেন। "The hundred Most influential men in history" বইয়ের লেখক Michale H. Hart বলেছেন, সর্বোচ্চ স্থানের প্রথমেই আছে ইসলামের প্রিয় নবী মোহাম্মদ (সঃ)। এরকম বহু অমুসলিম যেমন Thomas corlyle, La-Martine ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন, যারা আমাদের নবীকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

২০শ প্রশ্ন

অমুসলিমদের কাফির বলা হয় কেন ?

প্রশ্ন ঃ কেন মুসলমানরা অমুসলিমদের কাফের বলে?

উত্তর ঃ কাফের তাকেই বলে যে প্রত্যাখ্যান করে ঃ

কুফর' শব্দ থেকে কাফের শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ হল গোপন করা বা প্রত্যাখ্যান করা। ইসলামের পরিভাষায়, কাফের তাকেই বলে যে ইসলামের সত্যকে গোপন করে বা প্রত্যাখ্যান করে এবং যে ইসলামকে অবিশ্বাস করে। ইংরেজীতে তাকে বলে Non Muslim। ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার ফলেই একজন অমুসলিম তাকে 'কাফের' বলার কারণে এটাকে খারাপ মনে করে।' কাফের' ও অমুসলিম সমার্থক শব্দ।

---

www.amarboi.org

লেখকের অনান্য বই

বিশ্ব প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত এবং আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক পরিবেশিত

১. বিশ্ব ভালবাসা দিবস (ভ্যালেন্টাইন ডে) ঃ এ বইতে রয়েছে ভ্যালেনন্টাইন কে, বা কি ? মুসলমানরা কি এ দিবসটি পালন করতে পারে ?

২. সাহিত্যের ইসলামী রূপরেখা ঃ সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা উৎকৃষ্ট এবাদত। তবে শর্ত হল, এর ইসলামীকরণ করতে হবে। এ বইতে এর প্রক্রিয়া এবং অপ-সাহিত্য-সংস্কৃতির বুদ্ধিবৃত্তিক মোকাবিলার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে।

৩. ফুল যদি ঝরে যায় বরফ যদি গলে যায় ঃ এ বইতে সময়ের গুরুত্ব ও সদ্ব্যবহার সম্পর্কে ৪০ জন মনীষির মহা মূল্যবান বক্তব্য এবং সময়ের সদ্ব্যবহারের প্রক্রিয়া বাতলানো হয়েছে।

৪. জিন ও শয়তানের ইতিকথা ঃ বইটিতে জিন জগতের রহস্য, শয়তানের ৪৯ প্রকার ওয়াসওয়াসা, পরিবার ও ঘরকে জিন শয়তান মুক্ত রাখা এবং জিন-ভূত তাড়ানোর প্রচলিত শির্ক ও বেদআতী পদ্ধতির পরিবর্তে কুরআন ও হাদীসের নির্ভেজাল ইসলামী পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. ইসলামে যাদু ও চোখ লাগার প্রতিকার ঃ সমাজে যাদুগ্রস্ত এবং চোখলাগা রোগী অসংখ্য। বহু লোক তা বুঝে না বলে এর উপযুক্ত চিকিৎসা করতে পারে না। এ বইতে শির্ক ও বেদআত মুক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি বাতলানো হয়েছে।

৬. রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায ঃ ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ–নাসেরুদ্দিন আলবানী ও এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম। এ বইতে মহানবী (সঃ)-এর নামায পদ্ধতির সঠিক বর্ণনা এবং নামায ও ওযু-গোসলের প্রচলিত দেড় শতাধিক ভুল সংশোধন করা হয়েছে। অন্য দুটো প্রকাশনী থেকে পাঠক প্রতারণার কৌশল হিসেবে এর নকল বেরিয়েছে। সাবধান!

৭. ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের আপত্তিসমূহের জবাব ঃ ডঃ জাকির আবদুল করিম নায়েক।

৮. কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান, সামঞ্জস্যপূর্ণ, না অসামঞ্জস্যপূর্ণ ?
–অনুবাদ (ঐ)

www.amarboi.org

৯. ইসলামের সামাজিক আচরণ ঃ মূল, হাসান আইয়ুব পরিবেশনায় —আহসান পাবলিকেশন্স ঃ এটি একটি মৌলিক গ্রন্থ এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিশ্বকোষ হিসেবে বিবেচিত। দাঈ ইলাল্লাহর জন্য এটি অপরিহার্য বই। তাতে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের মৌলিক নির্দেশনা রয়েছে।

১০. রমজানের তিরিশ শিক্ষা।

আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত

১. ভাল মৃত্যুর উপায় ঃ নতুন করে প্রায় দ্বিগুণ পরিবর্ধিত ও বহু নতুন তথ্য সমৃদ্ধ সংস্করণটি আপনার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের সাফল্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

২. যে যুবক-যুবতীর সাথে ফেরেশতা হাত মিলায় ঃ এ বইতে যৌবনের উৎস ও মূল্যায়ন এবং কুরআন ও হাদীসের আলোকে যুবকর্মীদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে চিত্তাকর্ষণ আলোচনা করা হয়েছে।

৩. ইসলামে আত্মীয়তার অধিকার।

৪. ইসলামের দৃষ্টিতে এইড্স রোগের উৎস ও প্রতিকার।

৫. ইসলামে মসজিদের ভূমিকা ঃ এ বইতে মসজিদে হারাম, মসজিদে নবওয়ী এবং মসজিদে আকসাসহ সাহাবায়ে কেরামের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ-সমূহের ঐতিহাসিক ভূমিকা উল্লেখের পর আমাদের মসজিদগুলোর প্রয়োজনীয় ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৬. কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস ঃ (মূল ঃ জামীল যাইনু) অনেক বিষয়ে আমাদের ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসকে ত্রুটিযুক্ত। এ বইতে তা বিশুদ্ধ করণের চেষ্ট করা হয়েছে।

৭. খৃস্টান ধর্মতত্ত্ব ও ইসলাম ঃ মূল—আহমদ দীদাত। এ বইতে খৃস্টানদের ভ্রান্তিগুলো ক্ষুরধার যুক্তির মাধ্যমে দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৮. ঈসা (আঃ) বান্দাহ না প্রভু ? মূল ঃ ডা. তকী উদ্দিন ঃ এ বইতেও ঈসা (আঃ) সম্পর্কে খৃস্টানদের বিভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা করা হয়েছে।

www.amarboi.org

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার প্রকাশ করেছে ঃ

১. মক্কা শরীফের ইতিকথা ঃ এ বইতে যমযম কূপের রহস্য, মক্কার ইতিহাস, কাবা শরীফ, মসজিদে হারাম, হারাম সীমান্ত ও এতে নিষিদ্ধ কাজসমূহ, মক্কার ঐতিহাসিক মসজিদ ও পাহাড়সমূহের বর্ণনা এবং হজ্জ ও হজ্জের প্রায় শ'খানেক ভুল সংশোধন করা হয়েছে।

২. মদীনা শরীফের ইতিকথা ঃ বইটিতে মদীনার ইতিহাস, মসজিদে নবওবীর বর্ণনা ও ফজীলত, নবী (সঃ) এবং দু' সাথীর কবর, মদীনার ঐতিহাসিক মসজিদ ঘর-কূপ ও পাহাড় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। হাজীদের জন্য বই দুটো অপরিহার্য সাথী।

৩. আল আকসা মসজিদের ইতিকথা ঃ এ বইয়ে মসজিদে আকসা, গম্বুজে সাখরা, মে'রাজ এবং মসজিদটি ধ্বংসের ব্যাপারে ইহুদীদের চক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স প্রকাশ করেছে ঃ

৪. জামায়াতে নামাযের গুরুত্ব।

৫. ইসলামের দৃষ্টিতে ধুমপান ও গান-বাজনা।

আহসান পাবলিকেশন্স প্রকাশ করেছে ঃ

৬. কালেমা শাহাদাত এক বিপ্লবী ঘোষণা।

৭. ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।

www.amarboi.org